www.almodina.com

দীন-ই-ইলাহী
ও
মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)

ডক্টর আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.almodina.com

দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)
ডক্টর আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৬৭/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২২.৯৭
ISBN : 984-06-0867-3
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১
দ্বিতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
রবিউস সানী ১৪২৫
মে ২০০৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

কম্পিউটার কম্পোজ
আল-লিসান কম্পিউটার
৩২০, দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আজিজুর রহমান

মূল্য ঃ ২৪.০০ (চব্বিশ টাকা মাত্র)

DEEN-E-ELAHI O MUJADDID-E-ALFE SANI (R) (A new Religious Doctrine introduced by Mughal Emperor Akbar and the Reformer Alf-e-Sani): Written in Bangla by Dr. A. F. M. Abu Bakr Siddique and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8128068 May 2004

E-mail: info @ islamicfoundation-bd.org
Web site: www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 24.00; US Dollar : 1.00

www.almodina.com

সূচিপত্র

www.almodina.com

প্রকাশকের কথা

ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসে মোগল শাসনামল নিঃসন্দেহে গৌরবময় অধ্যায়। মোগল সম্রাটেরা শৌর্যবীর্য, শাসন-প্রশাসন, সম্পদ-সম্ভার মহানুভবতা, পরমতসহিষ্ণুতা, শিল্পবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন তা আজও মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মোগল শাসকদের মাঝে সম্রাট আকবরই ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং ইতিহাসের পাতায় একজন সফল শাসক হিসেবে প্রশংসিত।

তাঁর যেসব কীর্তিকলাপ বিতর্কিত ও নিন্দিত হয়ে আছে সেগুলোর মধ্যে তার নব প্রবর্তিত ধর্ম 'দীন-ই-ইলাহী' অন্যতম। উপমহাদেশে প্রচলিত ধর্মসমূহের ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে, মাত্র একটি ধর্ম-ব্যবস্থা কায়েম করার কর্মসূচি নিয়ে, সর্ব-ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এ নতুন মতবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—ইসলামী আকীদা ও ঈমানকে সমূলে উৎখাত করা। ইসলামী জীবন-বিধান তাহযীব তমুদ্দুন ও কৃষ্টি কালচার ধ্বংস করে দিয়ে উপমহাদেশের জনজীবনে 'দীন-ই-ইলাহী' প্রচার ও কার্যকরী করার স্বপ্নে আকবর যে চক্রান্ত করেছিলেন, এর বিরুদ্ধে যিনি হিমালয়ের মত রুখে দাঁড়ান, তিনি হলেন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)।

সমস্ত ভয়ভীতি ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন নিপীড়নকে তুচ্ছ জ্ঞান করে স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তিনি ইস্পাত কঠিন ঈমানী শক্তি ও মনোবল নিয়ে এগিয়ে যান এবং 'দীন-ই-ইলাহী'-র ফিৎনা প্রতিহত করতে সফল হন। তাঁরই সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে তদানীন্তন মুসলমানদের জীবনে ইসলামী তাহযীব ও তমুদ্দুন আবার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদেশের মাটিতে ইসলামী জীবন-বিধান ও মূল্যবোধ পুনরায় উজ্জীবিত হয়। এ কারণে তাঁকে মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) বলা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক তার রচিত 'দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)' শীর্ষক গ্রন্থে বহু পরিশ্রম করে সেই মহামনিষীর সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরেছেন। লেখক তৎকালীন সময়ের আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসার অনেক সমাধান এতে পাওয়া যাবে এবং আকবরীয় ফেতনা সম্পর্কে জনগণ অবহিত হতে পারবে—এই প্রত্যাশায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে বইটি প্রথম প্রকাশ করে। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি বইটি আগের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.almodina.com

উৎসর্গ

দীন-ইসলামের আলোকে
সমাজ গঠনের জন্যে
যাঁরা নিজেদের সুখ-শান্তি,
এমনকি জীবনকে কুরবানী করে গেছেন
তাঁদের রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে

www.almodina.com

ভূমিকা

দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পর পর তিনটি সংখ্যায় ছাপা হয়। প্রবন্ধটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অনেকেই ধন্যবাদও জানান। আমি এর জবাবে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শুক্রিয়া আদায় করি এবং দীন ও মিল্লাতের কল্যাণ ও মংগলের জন্য খিদমত হিসাবে লেখাটি কবুল করার জন্য দু'আ করি আর সেই সাথে প্রবন্ধটি একটি গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের আশায় ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাই, যার ফলশ্রুতিতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

বাদশাহ্ আকবর ১৫৮২ খৃস্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত দীন-ই-ইলাহী প্রচার শুরু করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সুন্নী মুসলমান। তিনি শরীয়তের অনুশাসন কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন এবং ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে দিতেন না। তিনি 'আলিম-উলামাদের সম্মান করতেন এবং পীর-দরবেশদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রয়ই তাঁহাদের দরবারে তিনি যাতায়াত করতেন। পবিত্র হজ্জে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের তিনি সরকারী কোষাগার হইতে অর্থ সাহায্য করতেন। ১৫৭৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একজন ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করবার পর বাদশাহ্ আকবরের ধর্মচিন্তায় পরিবর্তন দেখা দেয়।

শাহানশাহ্ আকবরের ধর্মনীতি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রভাবাধীনে গড়িয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী ছিল সন্দেহ-সংশয় ও অনুসন্ধানের যুগ। ইহা ছিল ধর্মান্দোলনের যুগ, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার যুগ। কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ ব্যক্তি সেই সময় বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। আকবর ছিলেন সেই যুগের একজন প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি। এই সকল ধর্মনেতার আদর্শ উদারতা ও সহিষ্ণুতা আকবরের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাঁহার হিন্দু ও রাজপুত পত্নীদের প্রভাবও তাঁহার মানসিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল।

তদুপরি ভক্তি ও মাহ্দী আন্দোলনও সেই সময় জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মাহ্দীদের এই বিশ্বাস ছিল যে, সহস্র বৎসরের শেষভাগে মানুষকে আবিল পংক হইতে উদ্ধারের জন্য একজন 'মাসীহ' পৃথিবীতে আগমন করবেন। এই

www.almodina.com

উপমহাদেশে জৌনপুরে জনৈক সৈয়দ মুহাম্মদ এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং নিজেকে তিনি সেই বিশেষ মাহ্দী বলিয়া প্রচার করেন। অনুরূপভাবে আফগানিস্তানেও রাসনী আন্দোলন দেখা দেয়। রাসনীগণও একজন মাসীহ্ বা উদ্ধারকর্তার আবির্ভাবে বিশ্বাস করত। এই সমস্ত আন্দোলন বাদশাহ আকবরের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এতদ্ব্যতীত শী'আ, সুন্নি ও সূফী সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব পরস্পর বিদ্বেষ এবং অসৎ 'আলিমদের বাড়াবাড়ি সম্রাট আকবরের মনে ব্যথার উদ্রেক করে। অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া তিনি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মদ্বন্দ্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি উদারপন্থী ও উন্নতমনা ছিলেন। তাঁহার অন্তরে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় ব্যাপারে চরম উদার ভাবের সৃষ্টি হইলে ক্রমশ তিনি সর্ব ধর্ম সারগ্রাহী হইয়া উঠেন। বিভিন্ন ধর্মমত একই স্থানে পৌছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র এবং সর্ব ধর্মের সার গ্রহণ করা ছিল তাঁহার দীন-ই-ইলাহী ধর্মের মূলনীতি। ফলে, তিনি হিন্দু, জৈন, পারসিক ও খৃস্টধর্মের সার ও মূল কথা কি, তা জানার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ফতেহপুর সিক্রিতে ৯৮৩ হিজরীতে ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মনীষীবর্গ একত্রিত হইয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হইতেন।

বাদশাহ আকবরের এই 'ইবাদতখানায় জেসুইট ধর্মযাজক ছাড়া হিন্দু, জৈন দার্শনিকগণ ও অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ ধর্মালোচনায় যোগ দিতেন। আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে একটি স্বতন্ত্র ধর্মচিন্তায় লিপ্ত হন। দরবারী আলিম মাখদুম-উল-মুলক ও শায়েখ 'আবদ-উন্-নবীর মধ্যে ঘৃণ্য বিবাদের ফলে আকবর খুবই ব্যথিত হন এবং উভয়কে ধর্মনেতা হিসাবে অনুপযুক্ত মনে করেন। ফলে, তাঁহার ধর্ম-সংক্রান্ত বিদ্রোহী মনে সত্যানুসন্ধানের তীব্রতা ও ইচ্ছা আরো প্রবল হইয়া উঠে। আবুল ফযল ও ফৈযীর পিতা শায়খ মুবারকের পরামর্শ, রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইয়াও তিনি ধর্মনেতা হইতে পারেন, ইহা আকবরের মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন ধর্মীয় ও মতবাদের প্রভাবে আকবরের মানসিক পরিবর্তনের ক্রমধারা ঐতিহাসিক স্মিথের বর্ণনায় দেখা যায় যে, ১৫৫৬-১৫৭৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আকবর ছিলেন একজন অত্যন্ত আগ্রহশীল, কট্টর সুন্নী মুসলিম। ১৫৭৪-১৫৮২ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁহার ভাবপ্রবণ মনে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তখন তাঁহাকে একজন সন্দেহবাদী, প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী ও যুক্তিবাদী মুসলিম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। পরিশেষে তিনি ১৫৮২-১৬০৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে দীন-ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব-ধর্মসার দীন-ই-ইলাহী প্রচার করেন।

আকবরের দীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের কতকগুলি নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম-বিশ্বাসের রীতিনীতি পালন করতে হইত। তাহাদিগকে বাদশাহের নিমিত্তে

www.almodina.com

চারটি জিনিস যথা-ধর্ম, জীবন, ধন ও সম্মান উৎসর্গ করতে হইত। পরস্পর মিলিত হইলে 'আসসালামু আলায়কুম' এবং 'ওয়া-'আলায়কুম আসসালামের' পরিবর্তে তাহাদের 'আল্লাহু আকবর' এবং 'জাল্লা জালালুহু' বলিতে হইত। এইরূপে বাদশাহ আকবর দীন-ই-ইলাহীর নামে এমন সব উদ্ভট আইন প্রণয়ন করেন, যাহা দীন ইসলামের সরাসরি পরিপন্থী ছিল।

বাদশাহ আকবর প্রচারিত ধর্মমত 'দীন-ই-ইলাহীর' কারণে এই উপমহাদেশ হইতে দীন ইসলাম চিরতরে উৎখাতের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হইয়া যায়। এই বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় দীনের হিফাজতের লক্ষ্যে এমন একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারককে প্রেরণ করেন, যিনি ইসলামী দরদ ও আবেগ ভরপুর অন্তঃকরণে তৎকালীন হুকুমতের ধর্মদ্রোহিতা ও বেদীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন সংকল্প লইয়া মুকাবিলা করেন এবং কামিয়াব হন।

বস্তুত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র)-র আবির্ভাব-কালীন সময়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য 'আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও বুজুর্গ, যেমন - সায়্যেদ 'আবদুল ওহাব বুখারী, শায়খ আবদুল আযীয চিশতী, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, খাজা বাকী বিল্লাহ, শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুহী, সায়্যেদ রফিউদ্দীন প্রমুখ বুজুর্গ ও মুহাদ্দিস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, দ্বিতীয় হাজার বৎসরের তাজদীদের বা দীনের সংস্কারের দায়িত্ব ছিল শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (র)-র উপর যিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের সমস্ত ফিতনার মূলোৎপাটন করেন এবং দীন-ইসলামকে এই উপমহাদেশে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবনের বিপ্লবী সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের সময় ইহা অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, মৌলিকভাবে তিনটি ধারায় আকবরী ফেতনার সয়লাব প্রবাহিত। ইহা প্রতিরোধের জন্য তিনি কার্যকরী ও বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যাহার বিবরণ তাঁহার রচিত 'মাকতুবাত শরীফের' মধ্যে দেখা যায়। এই গ্রন্থটি তাঁহার সংস্কার আন্দোলনের মূল দলিল হিসাবে এখনও বিদ্যমান।

শাহানশাহ আকবরের দীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ অনেকেই সমকালীন ঐতিহাসিক বদায়ূনীর মতামতকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া অগ্রহণীয় বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আলোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থে বদায়ূনীর মতের সপক্ষে সমকালীন অন্যান্য লেখক ও ঐতিহাসিক, যথা-আবুল ফজল, নিজামুদ্দীন, ইস্কান্দার মুন্সী, খাজা উবায়দুল্লাহ, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) প্রমুখ ব্যক্তির মতামতের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

www.almodina.com

বিশেষত এতদসম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-র বক্তব্য কি, উহা তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাকতূবাত শরীফের আলোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর এ কারণেই গ্রন্থের নামকরণ 'দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র)' করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সকল গ্রন্থকারের বই-পুস্তকাদি হইতে সাহার্য গ্রহণ করা হইয়াছে, আমি তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ। সুধী পাঠকদের দৃষ্টিতে যদি এই গ্রন্থে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহা আমাকে অবহিত করানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

পরিশেষে, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দরবারে আরজু, দীন-ইসলামের খিদমতের লক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তুমি কবূল কর এবং ইহাকে এই গুহানগারের জন্য পরকালে নাজাতের অসীলা হিসাবে গ্রহণ কর। আমীন! সুম্মা আমীন!!

ডঃ আ. ফ. ম. আবূবকর সিদ্দীক

www.almodina.com

আকবরের জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

উপমহাদেশে মধ্যযুগের মুসলিম-ইতিহাসে মোগল শাসনামল নিঃসন্দেহে বিশ্বনন্দিত গৌরবময় অধ্যায়। মোগল বাদশাহ্গণ শৌর্যবীর্য, শাসন-প্রশাসন, সম্পদ-সম্ভার, মহানুভবতা, পরধর্মমত, সহিষ্ণুতা, শিল্পবোধ, ইতিহাস সৃষ্টি, সাহিত্যানুরাগ, সংস্কৃতি প্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ে যে অবিস্মরণীয় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নিখিল বিশ্বের ঐতিহাসিক বৃন্দ তথা ইতিহাসের পাঠকবর্গের নিকট আজিও বিশ্বের বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে। ইহা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করা যায় যে, মোগল বাদশাহ্গণের মধ্যে বাদশাহ্ আকবরই ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সমধিক প্রশংসিত। তাহার যে সকল কীর্তিকলাপ তাহাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে সেইগুলির মধ্যে তাহার নব প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী অন্যতম। বলা বাহুল্য, তাহার এই মতবাদের প্রচার উপমহাদেশের তদানীন্তন মুসলিম কওম ও দীন ইসলামের জন্য যে সুদূরপ্রসারী হুমকির পটভূমি রচনা করে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর ন্যায় করিৎকর্মা, আপসহীন, নির্ভীক ও কামিয়াব সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। বাদশাহ্ আকবরের এই সর্বনাশা দীন-ই-ইলাহী প্রচার ও তাহার পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাতের পূর্বে বাদশাহ্ আকবরের পরিচয় ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট পরাজিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর যখন অমরকোটের রাণা প্রাসাদের রাজ্যে আশ্রয় নেন, তখন ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর আকবর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মাতা হামিদা বানু বেগম ছিলেন সিন্ধুর শায়খ আলী আকবর জামীর কন্যা।[১]

সুদীর্ঘ পনেরো বৎসর [১৫৪০-৫৫ খৃঃ] পর্যন্ত এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর শুর শাসকদের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে হুমায়ুন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সরহিন্দের নিকটে সিকান্দর শুরকে পরাজিত করিয়া লাহোর দখল করেন। সেই বৎসরই তিনি দিল্লী আগ্রা অধিকার করেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন তাহার জীবনব্যাপী সংগ্রামের সুফল ভোগ করতে পারেন নাই। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি হুমায়ুন দিল্লীতে তাহার পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া ইন্তিকাল করেন।[২]

www.almodina.com

হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মাত্র তের বৎসর বয়সের কিশোর আকবর তাহার অভিভাবক বৈরাম খানের সহিত পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কালানুর শহরে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর সুচতুর বৈরাম খান অবিলম্বে জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবরকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন।[৩]

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আকবরের বয়স যখন আঠারো বৎসর, তখন তিনি স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করেন এবং তাহার গৃহশিক্ষক মীর আবদুল লতিফের দ্বারা অভিভাবক বৈরাম খানকে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠানঃ আপনার সততা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভরশীল হইয়া রাষ্ট্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পন করিয়া আমি শুধু আমোদ-প্রমোদেই লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। আপনি এতদিন যে বাসনা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই অনুযায়ী ইহা বাঞ্ছনীয় যে, আপনি পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। আপনার ভরণ-পোষণের জন্য হিন্দুস্থানের পরগণাগুলি হইতে একটি যথোপযুক্ত জায়গীর দেওয়া হইবে এবং ঐ জায়গীরের রাজস্ব আপনার প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে।[৪] এইরূপে আকবর সভাসদদের সমস্ত পার্শ্ব-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্যের শাসনভার একান্তভাবে নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

বাদশাহ আকবরের প্রাথমিক ধর্ম বিশ্বাস ও তার যোগসূত্র

আকবরের দীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সংক্ষেপে তাহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক সূত্র হইতে জানা যায় যে, আকবরের পিতা ও পিতামহগণ— নাসিরুদ্দীন উবায়দ আহ্‌রার (র)-এর ভক্ত ছিলেন, যিনি নকশবন্দীয়া তরীকার একজন বিশিষ্ট ওলী ছিলেন। তুর্কীস্তান,ফারগানা, মা-ওরা উন্ নাহার ও খুরাসানের অধিবাসীরা তাহাকে খুবই শ্রদ্ধা করত। বাবরের প্রপিতামহ আবূ সাঈদ প্রায়ই পদব্রজে তাহার দরবারে যাতায়াত করতেন।[৫]

বাবরের পিতা 'উমর শেখ মীর্জা' খাজা উবায়দ আহ্‌রার (র)-এর খুবই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। খাজা সাহেব তাহাকে খুবই স্নেহ করতেন, সেই জন্য তিনি তাহাকে প্রায়ই 'আমার পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করতেন।[৬]

বাবরের জন্মমুহূর্তে 'উমর শেখ মীর্জা খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাকে সেখানেই এই সুখবর শোনানো হয়। পুত্রের জন্ম সংবাদে খুশি হইয়া মীর্জা সাহেব খাজা সাহেবের কাছে এই মর্মে আবদার করেন যে, তিনি যেন

www.almodina.com

নবজাতকের একটি নাম রাখিয়া দেন। তাহার অনুরোধে খাজা সাহেব নবজাতকের নামকরণ করেন - যহীর উদ্দীন মুহাম্মদ।[৭]

'উমর শেখ মীর্জার অনুরোধে খাজা সাহেব বাবরের আকীকা অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন।[৮]

বাবরের জীবনস্মৃতি তুযূকের বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি খাজা সাহেবের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং এ কারণেই তিনি নক্শবন্দীয়া তরীকার শায়খদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। বাবর স্বীয় কন্যা গুলবদন বেগমকে নূরুদ্দীন মুহাম্মদের সহিত বিবাহ দেন, যাহার পূর্বপুরুষ ছিলেন খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (র)।[৯]

তাঁহাদের ঔরসে সালিমা সুলতান বানু জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বৈরাম খানের সহিত তাহার বিবাহ হয়। বৈরাম খানের মৃত্যুর পর আকবর নকশবন্দীয়া খান্দানের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সালিমা সুলতান বানুকে বিবাহ করেন। আকবরের এক বোন সখিনা বানুকে নক্শবন্দীয়া তরীকার অন্যতম সূফী খাজা হাসান নক্শবন্দীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। আকবরের অপর বোন বখ্শী বেগমকে খাজা শরফুদ্দীন হুসায়নের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, যিনি খাজা নাসির উদ্দীন উবায়দ আহ্রারের পুত্র ছিলেন।[১০]

খাজা শরফুদ্দীনের পিতা খাজা মুঈন উদ্দীন (র) একবার হিন্দুস্থান সফরে আসিলে আকবর তাহাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানান।[১১] একইরূপে খাজা 'আবদুশ শহীদ—যাহার পূর্বপুরুষ ছিলেন খাজা বাকী বিল্লাহ (র), ভারত ভ্রমণে আসিলে আকবর তাঁহাকেও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান।[১২]

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আকবর, তাঁহার পিতা ও পিতামহদের সূফীগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। মাখ্দুম উল মুলক মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ সুলতানপুরী তাঁহার সময়ের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন।[১৩] তাঁহার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হইয়া শেরশাহ্ শূর তাঁহার আমলে তাঁহাকে 'সদর-ই-ইসলাম' খেতাবে ভূষিত করেন। শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম শাহ যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে একই সাথে সিংহাসনে বসিতেন।[১৪]

দ্বিতীয়বার হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর তিনি 'আবদুল্লাহ্ সুলতানপুরীকে 'শায়খুল ইসলাম' খেতাবে ভূষিত করেন। আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে বৈরাম খান তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাঁহাকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার একটি বিশেষ ভাতা প্রদান করেন। বৈরাম খানের পতনের পরেও আকবর তাঁহার প্রতি একইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মর্যাদা ও দেয় ভাতাদি অক্ষুণ্ন রাখেন।[১৫]

www.almodina.com

"উলামা ও শায়খদের মহত সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আকবর দৈনিক পাঁচবার যথারীতি সালাত আদায় করতেন এবং শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহ্কামও মানিয়া চলিতেন। তিনি অনেক সময় আযান দিতেন এবং মাঝে মাঝে সালাতে ইমামতীও করতেন। ইহা ছাড়া তিনি সওয়াবের আশায় কখনও কখনও মসজিদও ঝাড়ু দিতেন।"[১৬]

'প্রথম জীবনে আকবর রীতিমত পাঁচবার জামা'আতে সালাত আদায় করতেন এবং এইজন্য তিনি সপ্তাহের সাত দিনের জন্য সাতজন ইমাম নিয়োগ করেন।' বাদায়ূনীও ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।[১৭]

প্রতি বৎসর হজ্জের মওসুমে আকবর একজনকে 'আমীর-ই-হজ্জ' নিযুক্ত করতেন এবং বলিতেন, যে কেহই তাঁহার সহিত হজ্জে গমন করবেন, তাঁহার সমুদয় খরচ সরকার বহন করবে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর তিনি পবিত্র কা'বা ঘরের জন্য এবং উহার প্রতিবেশীদের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, হাজীদের বিদায় মুহূর্তে এহরামের কাপড় পরতেন, মস্তক-মুণ্ডন করতেন, তকবীর পাঠ করতেন এবং হাজীদের সহিত খালি মাথায় নগ্নপদে বহুদূর পর্যন্ত গমন করতেন।

নবী করীম (সা)-এর প্রতি আকবরের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়—যখন শাহ আবূ তুরাব হজ্জ সমাপনান্তে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি সেখান হইতে এমন এক খণ্ড পাথর আনেন, যাহার উপর মহানবী (সা)-এর পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এই সংবাদে আকবর তাঁহার সংবর্ধনা জ্ঞাপনার্থে দীর্ঘ আট মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং আমীর-'উমরা ও 'আলিমদেরও তিনি সাথে লইয়া যান।[১৮]

বাদশাহ আকবর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবার-পরিজনদের প্রতিও খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যাহার ফলে তিনি তাঁহার যমজ সন্তানের নাম রাখেন-হাসান ও হুসায়ন।[১৯]

ইসলাম ও ইসলামী সাহিত্যের প্রতিও আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল। প্রতি রাত্রিতে শয়নের পূর্বে নকীব খানের নিকট হইতে তিনি ধর্মীয় গ্রন্থাদির কিছু অংশ শ্রবণ করতেন।[২০]

আবুল ফযল তাঁহার দরবারী জীবনের প্রথম দিকে 'আয়াতুল-কুরসীর, তাফসীর লিখিয়া বাদশাহ আকবরকে উপহার দিলে তিনি খুবই খুশি হন এবং তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থটি সসম্মানে রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়।

একই সময়ে মোল্লা আবদুল কাদীর বাদায়ূনী চল্লিশ হাদীসের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। তাহাতে আহার্য বস্তু ও তীর নিক্ষেপের উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা

www.almodina.com

ছিল। বাদশাহ আকবর উক্ত গ্রন্থটিও রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দেন।

সংক্ষেপে ইহাই ছিল আকবরের প্রথম জীবনের ধর্মীয় অনুভূতি, যাহা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইয়া যায়, যাহার ফলশ্রুতিতে তিনি ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যাহার ক্ষতি এখনও পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

'সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি বিভিন্ন প্রভাবাধীনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী ছিল সন্দেহ, সংশয় ও অনুসন্ধানের যুগ এবং আকবর ছিলেন ঐ যুগের একজন প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি।[২১] 'সে যুগ ছিল ধর্মান্দোলনের যুগ, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার যুগ। কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ ব্যক্তি সেই সময় বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। এই সকল ধর্মীয় নেতার আদর্শ, উদারতা, সহিষ্ণুতা আকবরের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাঁহার রাজপুত পত্নীদের প্রভাবও তাঁহার উপর নেহাৎ কম ছিল না। তিনি শুধু যুগ-ধর্মের শিক্ষানবিসই ছিলেন না তিনি ছিলেন ইহার অবিকল প্রতিরূপ'।[২২]

"ভক্তি ও মাহদী আন্দোলন তখন জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সহস্র বৎসরের শেষভাগে পাক-পঙ্ক হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য একজন 'মাসীহ্' পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, ইহাই ছিল মাহ্দীপন্থীদের বিশ্বাস। এই উপমহাদেশে জৌনপুরে জনৈক সৈয়দ মুহাম্মদ এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং নিজেকে তিনি সেই বিশেষ মাহ্দী বলিয়া ঘোষণা করেন। আফগানিস্তানেও অনুরূপ রাসনী আন্দোলন দেখা দেয়। রাসনিগণও একজন মাসীহ্ বা উদ্ধারকর্তার আবির্ভাবে বিশ্বাস করত। এই আন্দোলন আকবরের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনিও একজন পয়গম্বর এবং 'ধর্মপ্রবর্তক' হওয়ার সংকল্প করেন।"[২৩]

তদুপরি শিয়া, সুন্নী, মাহ্দী ও সূফী সম্প্রদায়গুলির দ্বন্দ্ব, পরস্পর বিদ্বেষ এবং 'আলিমদের ধর্মান্ধতা সম্রাট আকবরের মনে ব্যথার উদ্রেক করে। অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া তিনি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মদ্বন্দ্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি উদারপন্থী ও উন্নতমনা ছিলেন। তাঁহার অন্তরে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও ধর্ম ব্যাপারে চরম উদার ভাব সৃষ্টি হইলে তিনি ক্রমেই সর্বধর্ম সারগ্রাহী হইয়া উঠেন। বিভিন্ন ধর্ম একই স্থানে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র এবং সর্ব ধর্মের সার গ্রহণ করা ছিল তাঁহার ধর্মের মূলনীতি। ক্রমে হিন্দু, জৈন, পারসিক ও খৃস্ট ধর্মের সার ও মূল কথা কি, সেই ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠেন।[২৪]

www.almodina.com

এই উদ্দেশ্যে তিনি ফতেহপুর সিক্রিতে ৯৮৩ হিজরীতে 'ইবাদতখানা[২৫] নির্মাণ করেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মনীষী একত্রিত হইয়া পরস্পর আলাপ- আলোচনা ও তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। সম্রাট তাহা শুনিতে খুবই পছন্দ করতেন।

সম্রাট আকবরের এই 'ইবাদতখানায় গোয়ার জেসুইট ধর্মযাজক ফাদার রিডল্ফ্ একুইভিভা ফাদার এন্টোনিও মনসারেট হিন্দু, জৈন দার্শনিকগণ ও বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ ধর্মালোচনায় যোগদান করতেন।' আলিমগণের ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও আলোচনা আকবরের অনুসন্ধিৎসু মনকে শান্ত করতে পারল না। তাই তাহার তৌতূহলী মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং সত্য কি, উহা অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মের মূলতত্ত্ব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতি এমন অনুরক্তি প্রকাশ করতেন যে, জনসাধারণ তাহার ধর্ম-সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা করার অবকাশ পাইল। আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে তিনি এক স্বতন্ত্র চিন্তায় লিপ্ত হন। মাখ্দুম-উল-মুলক ও আবদ-উন-নবীর মধ্যে ঘৃণ্য বিবাদের ফলে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং উভয়কে ধর্মনেতা হিসাবে অনুপযুক্ত মনে করেন। ইহার ফলে তাহার ধর্ম-সংক্রান্ত বিদ্রোহী মনে সত্যানুসন্ধানের তীব্রতা ও ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠে। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইয়াও তিনি ধর্মনেতা হইতে পারেন বলিয়া শায়খ মুবারকের পরামর্শ আকবরের মনে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে।'[২৬]

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাইবে, সম্রাট আকবর কাহাদের দ্বারা কিরূপে কতটুকু প্রভাবিত হইয়া নতুন ধর্মমত প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন।

অসৎ 'আলিমদের প্রভাব

৯৮৩ হিজরীতে 'ইবাদতখানা তৈয়ারীর পর, আকবর 'আলিমগণকে ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সেখানে আসার জন্য অনুরোধ করেন। প্রত্যেক শুক্রবার জুম'আর সালাতের পর তিনি 'আলিমদের সহিত ধর্মীয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সেখানে বসিতেন। অনেক সময় আকবর 'ইয়া হুয়া' 'ইয়া হাদী' যিকিরে সারারাত্রি সেখানে অতিবাহিত করতেন। অতি প্রত্যূষে তিনি 'ইবাদতখানা হইতে বাহির হইয়া একটি পাথরের উপর উপবেশন করিয়া অবনতমস্তকে 'ইবাদত ও মুরাকাবায় লিপ্ত হইতেন।

বস্তুত দেখা যায় যে, আকবর আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইবাদতখানা নির্মাণ করেন এবং 'আলিমগণকে ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সেখানে আসার জন্য দাওয়াত করতেন। একবার তিনি শায়খ মুহাম্মদ গাওসের পুত্র শায়খ জিয়াউল্লাহ্কে সেখানে দাওয়াত করেন এবং তাহার সম্মানে ভোজের ব্যবস্থা করেন।

www.almodina.com

প্রতি বৃহস্পতিবার আকবর সাইয়িদ, শায়খ, 'উলামা ও আমীরদিগকে 'ইবাদতখানায় দাওয়াত করতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাদশাহের এই সদিচ্ছা অধিকাংশ দুনিয়াদার 'আলিমদের হটকারিতায় বিফলে পর্যবসিত হয়। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এবং বাদশাহের নৈকট্য লাভের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন এবং পরস্পর অসংলগ্ন বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়া পড়েন। এই কারণে তিনি বাদায়ূনীকে বলেন ঃ 'ভবিষ্যতে যদি কোন 'আলিম অসংযতভাবে এইরূপ অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে, তবে তাহাকে 'ইবাদতখানা হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে।' কিন্তু বাদশাহের এই নির্দেশ দুনিয়াদার 'উলামার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই বরং তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য পূর্ববৎ উহাতে লিপ্ত থাকেন। ইহা আকবরের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[২৭]

অসৎ 'আলিমদের অন্যতম মাখ্দুম-উল-মুলক স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যাকাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। বৎসরের শেষের দিকে তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি স্বীয় স্ত্রীর নিকট অর্পণ করতেন এবং উহা শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরাইয়া নিতেন। একইরূপে শাহী দরবারের অন্যতম প্রভাবশালী 'আলিম শায়খ 'আবদ-উন্-নবী যাহাকে আকবর খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন, যাকাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। এই কারণে বাদশাহ তাহার প্রতি খুবই রুষ্ট হন এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক তাঁহাকে মক্কায় পাঠাইয়া দেন।[২৮]

'ইবাদতখানায় মোল্লারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল ছিল মাখ্দুম-উল-মুলকের নেতৃত্বে এবং অন্যদল শায়খ 'আবদ-উন্-নবীর। ইহারা একজন অন্যজনকে বোকা-এমন কি ধর্মত্যাগী বলিতেও দ্বিধাবোধ করত না।[২৯]

মাখ্দুম-উল-মুলক ও শায়খ 'আবদ-উন্-নবী যখন পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও আত্মকলহে ব্যস্ত, সেই সময় তাজ-উল'আরিফীন নামে খ্যাত, শায়খ তাজউদ্দীন ইবাদতখানায় আগমন করেন এবং 'যমীন-বুস' নামে আকবরের জন্য সিজদাহ্ প্রথার প্রচলন করেন।

হাজী ইব্রাহীম নামক জনৈক ব্যক্তি এই মর্মে একটি জাল হাদীস আকবরের নিকট বর্ণনা করে যে, একদা কোন এক সাহাবীর ছেলে দাড়ি মুণ্ডিত অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া তিনি বলেন ঃ "বেহেশতের অধিবাসীদের চেহারা এইরূপ হইবে। এই ঘটনা সম্রাট আকবরকে দাড়ি মুণ্ডনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি ইহাকে বৈধ ঘোষণা করেন।[৩০]

—২

www.almodina.com

'ইবাদতখানার আলোচনায় যখন কোন 'আলিম কোন বিষয় সম্পর্কে হালাল হওয়ার ফত্ওয়া দিতেন, তখন অন্যজন উহাকে হারাম বলিয়া আখ্যায়িত করতেন। এই সমস্ত আকবরকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলে এবং তিনি তাহাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন।

এই সুযোগে চতুর জ্ঞানী শায়খ আবুল ফজল বাদশাহের উপর গভীর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন এবং তাহার চরম নৈকট্য লাভের মাধ্যমে তাহাকে নতুন ধর্ম প্রচারে প্ররোচিত করেন। আকবর আবুল ফজলকে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম হিসেবে সম্মান করতেন। 'ইবাদতখানার আলাপ-আলোচনার সময় সত্যান্বেষী 'আলিমগণ যখন ইমাম বাকেলানী, ইমাম হালওয়াবী, ইমাম গায্যালী এবং ইমাম রাযীর ন্যায় মুজতাহিদের কোন বক্তব্য উদ্ধৃত করতেন, তখন আবুল ফজল বলিতেন, 'আমার সামনে ঐ সমস্ত মিষ্টান্ন বিক্রেতা ও চর্মকার ইত্যাদির কথা বলিবেন না। তিনি নিজেকে তাহাদের চাইতে উত্তম মনে করতেন।

ইমামদের অনুসারীদিগকে কঠোর বাক্যে আক্রমণ করিয়া পূর্ণ দরবারে আবুল ফজল বলিতেন, 'তারা অন্ধ অনুকরণের নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।[৩১]

এইরূপে আবুল ফজল এবং তাঁহার অনুসারীরা আকবরকে ইমামদের অনুসরণ না করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং উহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া 'ইবাদতখানার দরজা সব জাতি ও ধর্মের লোকদের জন্য খুলিয়া দিবার বন্দোবস্ত করেন।

এই সময় মোল্লা মুহাম্মদ নামক জনৈক ইরানী 'আলিম ইবাদতখানায় উপস্থিত হয় এবং হযরত 'আলী (রা) ব্যতীত খুলাফা-ই-রাশেদার অন্য তিন খলীফার সমালোচনায় মুখর হয়। সে আকবরের নিকট পূর্ববর্তী ইসলামের ইতিহাস অভিনব পদ্ধতিতে বর্ণনা করতে থাকে এবং সালাত, রোযা, ওহী ও মুজিযাকে কুসংস্কার হিসাবে আখ্যায়িত করে। এইরূপে হাদীস নয়, তথাকথিত যুক্তিই তাঁহাদের নিকট ধর্মের একমাত্র বুনিয়াদ হিসাবে স্বীকৃত হয়।

আবুল ফজল আকবরকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্য রক্ষার তাকীদে মদপান করা যাইতে পারে। তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী সকলের মদপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য বাদশাহ আকবর তাহার প্রাসাদের নিকট মদের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। নববর্ষের ভোজে আকবর 'উলামা, কাযী ও মুফতীগণকে মদ পানের জন্য উৎসাহিত করতেন। শায়খ উল ইসলামের পৌত্র খাজা ইসমাঈল নামক জনৈক বিখ্যাত 'আলিম এই সময় মাত্রাতিরিক্ত মদ পানের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।

আকবরের সময় মোল্লা শিরী নামক জনৈক প্রখ্যাত 'আলিম সংস্কৃত গ্রন্থাদি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। যখন তিনি অবহিত হন যে, বাদশাহ্

www.almodina.com

প্রত্যহ সূর্যের দিকে তাকাইয়া উহার এক হাজার নাম জপ করেন, তখন তিনি তাঁহাকে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে সূর্যের প্রশস্তিসূচক এক হাজার লাইনের একটি কবিতা রচনা করেন।

কাযী 'আবদ-উস-সামী আকবরের সময়ের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি মদ্যপ ও জুয়ারী ছিলেন এবং সুদ-ঘুষ ও অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম বৈধ মনে করতেন।[৩২]

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৎ 'আলিমগণ 'ইবাদতখানা পরিত্যাগ করেন। শায়খ সেলিম চিশ্তীর পুত্র শায়খ বদরুদ্দীনও নিরাশ হৃদয়ে আকবরের দরবার পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আজমীর, পরে গুজরাট এবং অবশেষে মক্কায় গমন করেন এবং জীবনের বাকি অংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন।

বাদশাহ আকবরও সত্যান্বেষী 'আলিমদের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের সকলকে রাজধানী শহর দিল্লী হইতে বহিষ্কার করেন এবং 'মাহ্যির নামার বা অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণার মাধ্যমে অবশিষ্টগণের বাক স্বাধীনতা হরণ করেন।[৩৩]

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) বলেন ঃ আকবরকে সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য দুনিয়াদার অসৎ 'আলিমরাই দায়ী। তিনি তাহাদিগকে 'দীনের চোর' হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল পার্থিব শান-শওকত, মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলত হাসিল করা।[৩৪]

তিনি আরো বলেন ঃ পূর্ববর্তী সময়ে দুনিয়াদার 'আলিমদের মতানৈক্য মুসলিম মিল্লাতকে দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিপতিত করিয়াছে।[৩৫]

ভণ্ড সূফীদের প্রভাব

দুনিয়াদার অসৎ'উলামা ব্যতীত ভণ্ড সূফীরাও আকবরের মানসিক পরিবর্তন ও নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ের অধিকাংশ সূফী 'ওহ্দাত-উল-ওজূদ' বা 'হামাউস্ত' 'সবই তিনি'-এর ধারক-বাহক ও প্রচারক ছিলেন।

এই সময়ের অন্যতম সূফী ছিলেন শায়খ আমান উল্লাহ্ পানিপথী। তিনি 'ওহ্দাত-উল-ওজূদ' সম্পর্কে বহু বই লিখিয়া দ্বিতীয় ইব্ন আরাবী হিসাবে খ্যাত হন।[৩৬] শায়খ 'আবদুল হক দেহলভী (র) তাঁহার সম্পর্কে বলেন ঃ 'শায়খ আমান উল্লাহ পানিপথীর সম্পর্ক ছিল 'মালামতিয়া' সিলসিলার সহিত যাহারা শরীয়তের বিধান-মালার বাইরে ছিল এবং এইজন্য তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন না।[৩৭]

www.almodina.com

এই সময় শায়খ আমান উল্লাহর অন্যতম শিষ্য শায়খ তাজউদ্দীনও ভারতের একজন প্রখ্যাত সূফী ছিলেন। তিনি আকবরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং প্রায়ই রাত্রিকালে তিনি একান্তে তাঁহার সহিত সূফীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁহাদের মুখ্য আলোচানার বিষয় ছিল-'ওহ্দাত-উল-ওজূদ' সম্পর্কে। তিনি বলিতেন ঃ 'অবিশ্বাসীরা চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে না, বরং পরে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উক্ত শায়খ শরীয়তের বিধি-বিধানের ভাষ্যে পরিবর্তন সাধন করে। তিনি বলিতেন ঃ 'যুগের সুলতানই পরিপূর্ণ মানুষ, কাজেই তাঁহার সম্মুখে 'যমীন-বুস' বা সিজ্দা করা বৈধ। তাহার অভিমত ছিল ঃ لا موجود إلا الله অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই নাই'। এই জন্য যখন তিনি আকবরকে দেখিতেন, তখন তাঁহাকে সিজদা করতেন।[৩৮]

কাজেই ইহা স্পষ্ট যে, আমান উল্লাহ ও তাঁহার ভক্ত অনুরক্তগণ আকবরের সময় ইসলামী মূল্যবোধের অবমাননার জন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন, বরং তাঁহারা শরীয়তের ধ্বংস সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এইজন্য হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) এই সমস্ত তথাকথিত সূফীদিগকে দায়ী করিয়া বলিয়াছেন, 'এই সময়ের অধিকাংশ জাহিল সূফীরা ছিল অসৎ 'আলিমদের ন্যায়। তাহাদের এই ফিত্না সুদূর প্রসারী ছিল।[৩৯]

'ওহদাত-উল-ওজূদ' মতবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আকবর মনে করতে থাকেন যে, বহুভাবে আল্লাহ্র 'ইবাদত করা যাইতে পারে এবং সর্ব ধর্মের বুনিয়াদ একই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মতবাদের অনুসারীদের ধারণা ছিল ঃ 'সমস্ত সৃষ্টিতেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ বিদ্যমান। সুতরাং তারকা পূজারও অর্থ হইল আল্লাহ্র 'ইবাদত। এই মতবাদের ফল ছিল সহনশীলতা এবং সর্ব ধর্ম ও মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।[৪০]

এই যুগের অন্যতম সূফী আখন্দ দরযূজার লেখনীতে জানা যায় যে, 'এই ফিত্নার যুগে মানব-রূপী শয়তান চরিত্রের লোকেরা তাহাদের পিতা ও পিতামহের আসনে সমাসীন হয়।[৪১]

উক্ত চরিত্রের সূফী পরিচয়ধারীরা সাধারণ মানুষের সত্যধর্ম ও সত্যপথ হইতে বিভ্রান্ত করতে জঘন্য ভূমিকা পালন করে, যাহাদের সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর বক্তব্য পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আখন্দ দরযূজা, তাঁহার 'তায্কিরাতুল আব্রার ওয়াল্ আশ্রার' গ্রন্থে এই ধরনের বহু ভণ্ড সূফীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা প্রথমে নিজেরাই গুমরাহ্ হয় এবং পরে

www.almodina.com

অন্যদেরকে গুমরাহ্ করে। ইহাদের অন্যতম ছিলেন তথাকথিত পীর 'আবদুর রহমান, যিনি পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাসী ছিলেন না।[৪২]

হিন্দুদের প্রভাব

নতুন ধর্মমত প্রচারে আকবরের উপর হিন্দুদের বিরাট প্রভাব ছিল। যৌবনে তিনি রাণী যোধবাই ও অন্যান্য হিন্দু ও রাজপুত রমণীদের পাণি গ্রহণ করেন, যার ফলে হিন্দুদের সহিত অবাধ মেলামেশার কারণে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস ফার্সী ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দেন।[৪৩] কালক্রমে মুসলমানদের 'হিন্দু-মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের' একটি দল গড়িয়া উঠে।

এতদ্ব্যতীত রাজা বীরবল, পুরুষোত্তম ও দেবী নামক ব্রাহ্মণ আকবরের মানসিক পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। দেবী তাঁহাকে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, দেব-দেবী, অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য ও তারকা পূজার পদ্ধতি শিক্ষা দেয় এবং ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, রাম-সীতা ও মহামায়া প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীদের প্রতি ভক্তিবাদী হইতে উদ্বুদ্ধ করে।

'পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের প্রভাবে আকবর জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হন এবং পুনর্জন্ম ব্যতীত স্বস্তি ও শান্তি অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। আকবর তাঁহার দীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের জন্য 'জন্মান্তরবাদে' বিশ্বাসী হওয়া জরুরী মনে করতেন।[৪৪]

'হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদিগকে আকবর খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তাহাদের জন্য তিনি আগ্রার নিকটে 'যোগীপুরা' নামক একটি শহর তৈয়ার করেন। সেখানে যোগীরা বসবাস করত এবং সরকারী খরচে তাহাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হইত ও অন্যান্য প্রয়োজনাদি সরবরাহ করা হইত। আকবর মাঝে মাঝে সেখানে গমন করতেন এবং সারারাত্রি তাহাদের সহিত বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হিন্দু যোগীরা আকবরকে রাম, কৃষ্ণ ও অন্য হিন্দু দেবতাদের অনুরূপ একজন দেবতা হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পুরাকালের নামে সংস্কৃত কবিতা নিজেরা রচনা করে। ইহাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, 'অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে এমন একজন দিগ্বিজয়ীর আবির্ভাব ঘটিবে, যিনি ব্রাহ্মণদের সম্মান করবেন এবং ন্যায়পরায়ণ হইবেন।[৪৫]

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'বাদশাহ্ গরুকে শক্তির উৎস হিসাবে মনে করতেন। সেই জন্য তিনি সর্বান্তকরণে গরুকে সম্মান করতেন। এর ফজল তিনি গরু কুরবানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং উহার গোশত ভক্ষণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। কেননা, হিন্দুরা গরুর পূজা করত এবং গোময় পবিত্র বলিয়া মনে করত।[৪৬]

www.almodina.com

'হেরেমের রাজপূত ও হিন্দু রমণীদের প্রভাবে আকবর গোশত ভক্ষণ পরিহার করেন এবং দীর্ঘ সাত মাস তাঁহার রন্ধনশালায় কোনরূপ গোশত রান্না হয় নাই।[৪৭]

সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আবুল ফজল বলিতেন যে, 'যদি সূর্য উচ্চ মর্যাদার না হইত, তবে ইহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে কেন আসিয়াছে।'[৪৮]

রাজা দেবচাঁদ বলিতেন, 'আল্লাহর দরবারে গরু খুবই সম্মানিত। অন্যথায় গরুর কথা কুরআনের প্রথম দিকে কিছুতেই উল্লেখ হইত না।'

সূর্যপূজা পরবর্তীকালে আকবরকে অগ্নিপূজার দিকে আকৃষ্ট করে। তিনি তাঁহার দরবারে শিখা অনির্বাণ জ্বালাইবার নির্দেশ দেন এবং ইহা তদারকের ভার তিনি আবুল ফজলের উপর ন্যাস্ত করেন।

শাহ্ আবদুল হক দেহলভী (র) আকবরের এইরূপ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি 'কলিমা-ই-তাওহীদ' পাঠের পর নবী করীম (সা)-এর শরীয়তের বিপরীত কোন কাজ করে, যদি মূর্তিপূজার জন্য মস্তক অবনত করে, যদি ব্রাহ্মণদের ন্যায় পৈতা ধারণ করে, তবে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি কাফির।'[৪৯]

আকবর সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র) বলেন, 'সে মুরতাদ হইয়াছে এবং সে যিন্দীকদের পথ অনুসরণ করিতেছে।'[৫০]

'আকবরের সময় দর্শনার্থী হিসাবে পরিচিত একদল লোক ছিল, যাহারা প্রত্যূষে সম্রাটের মুখ দর্শন না করিয়া হাত-মুখ ধৌত করত না এবং খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করত না। আকবর সূর্যের নাম জপ শেষ করিয়া যখন প্রাসাদের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া যাইত।'[৫১]

'রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত আকবর তাঁহার পুত্র সেলিমের বিবাহের সময় সম্পূর্ণ হিন্দু রীতি-নীতিতে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করেন।'[৫২]

'হিন্দু সমাজে সুদ দেওয়া-নেওয়া কোন দোষের ব্যাপার নয়। তাহাদের প্রভাবে আকবর সুদ প্রথা, পাশা-খেলা, জুয়া ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ ঘোষণা করেন। রাজ-দরবারে জুয়া খেলার জন্য আলাদা গৃহ নির্মাণ করা হয় এবং জুয়ারীদের সরকারী কোষাগার হইতে সুদে টাকা ধার দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়।'[৫৩]

হিন্দু সমাজের প্রথা অনুযায়ী নিকট-আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ সংগত নয়। তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আকবর এই নির্দেশ জারি করেন যে, 'ভবিষ্যতে কোন মুসলমান তাহার চাচাতো, মামাতো, খালাতো ও ফুফাতো বোন বিবাহ করতে পারবে না।'[৫৪]

www.almodina.com

হিন্দু সমাজে একাধিক বিবাহ বৈধ নহে। তাহাদের প্রভাবে আকবর এই নির্দেশ জারি করেন যে, কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারবে না এবং আইন হইল - একজন নর, একজন নারীর জন্য।

আকবরের হিন্দু স্ত্রীগণ যেহেতু পর্দাপ্রথা অনুসরণ করত না, সেই হেতু তিনি এইরূপ নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে কোন মুসলিম রমণী পর্দা করিয়া বাহিরে যাইতে পারবে না।

বাদশাহ আকবর 'আরবী ভাষা তথা কুরআন ও হাদীস শিক্ষার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন এবং বৈষয়িক দৃষ্টিতে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা উপযোগী, যেমন - জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই কারণে অধিকাংশ আলিম দেশ ত্যাগ করেন। ফজল দেশে আলিমের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।[৫৫] এমনকি ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ কাযীদের সংখ্যাও হ্রাস পায়, যাহার ফজল আকবরের সময়ের অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা সরহিন্দের জন্য কয়েক বৎসর যাবত কোন কাযী নিয়োগ সম্ভবপর হয় নাই।'[৫৬]

বস্তুত ইহা স্পষ্ট যে, শরীয়তের জ্ঞান অন্বেষণের পথ রুদ্ধ হওয়া এই অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

এতদ্ব্যতীত আকবরের সময় হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতই বাড়িয়া যায় যে, তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে মসজিদ ধ্বংস করিয়া মন্দির নির্মাণ করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) বলেন, হিন্দুস্থানের কাফিরগণ নির্দয়ভাবে মসজিদসমূহ ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে নিজেদের মন্দির তৈরি করিতেছে।' তিনি আরো বলেন, থানেশ্বরের নিকট কুরুক্ষেত্র হাওজ নামক স্থানে একটি মসজিদ ও কবরস্থান ছিল। হিন্দুরা উহা ধ্বংস করিয়া সেখানে মন্দির নির্মাণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া হিন্দুরা তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হইলেও মুসলমানরা ইসলামের অধিকাংশ অনুশাসন সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয় না।[৫৭]

'হিন্দুদের একাদশী উৎসবের সময় পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই সময় ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণ দিনের বেলায় রুটি বানাইতে এবং উহা বিক্রয় করতে পারে না। অপরপক্ষে, পবিত্র রমযান মাসে প্রকাশ্যে রুটি প্রস্তুত করা এবং উহা বিক্রয়ের উপর ইসলামের খাতিরে আদৌ নিষেধ করা হয় না।'[৫৮]

তিনি আরো বলেন, ইসলাম এমন এক করুণ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, কাফিরগণ প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্ণাম রটনা করিতেছে এবং

www.almodina.com

নিঃশঙ্কচিত্তে কুফরী হুকুম-আহকাম প্রচার করিতেছে এবং অলিগলি ও বাজারে হিন্দুদের প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু মুসলমানগণ ইসলামের বিধি-নিষেধ প্রচারে অক্ষম এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনের জন্য তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছে।'[৫৯]

হযরত মুজাদ্দিদ (র) আরো বলেন, 'পূর্ববর্তী বাদশাহের[৬০] সময় হইতে দার-উল্-ইসলামে[৬১] কাফিরগণ প্রকাশ্যভাবে জোরপূর্বক কুফরী আচার-অনুষ্ঠান করিতেছে এবং মুসলমানেরা ইসলামের হুকুম-আহকাম প্রচারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। যদি কেহ ইহা করতে চায়, তবে তাহাকে কতল করা হয়।'[৬২]

এই ছিল আকবরের শাসনামলে হিন্দুদের প্রভাবে মুসলমানদের অবস্থা। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এ সম্পর্কে আরো বলেন, 'হিন্দুস্থানের বুকে গরু কুরবানী করা ছিল ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা হয়ত জিযিয়া প্রদানে সম্মত হইতে পারে কিন্তু গরু কুরবানীতে তাহারা আদৌ রাজী নয়।'[৬৩]

জৈনদের প্রভাব

ষোড়শ শতাব্দীতে আগ্রায় জৈনদের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। আকবর সর্বপ্রথম সেখানে তাঁহাদের সাহচর্যে আসেন।[৬৪] হিরাবিজয়া শূরী ও জয়চন্দ্র শূরী নামক দুইজন জৈন আচার্যের প্রভাবে আকবরের নূতন ধর্মচিন্তা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিরাবিজয়া শূরীকে তাহার দরবারে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁহার সম্মানে আকবর বন্দীদের মুক্তি দেন, খাঁচায় আবদ্ধ পাখীদের ছাড়িয়া দেন এবং কিছু দিনের জন্য সকল ধরনের প্রাণী বধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এগারো বৎসর পর সিদ্ধাচন্দ্র নামে অপর একজন জৈন আচার্য লাহোরে আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার স্বধর্মীদের জন্য বাদশাহের তরফ হইতে কিছু সুবিধা আদায় করেন। তাহার অনুরোধে সম্রাট তাহাদের অন্যতম তীর্থস্থান 'সাত রঞ্জিয়া' পাহাড়ের তীর্থকর রহিত করেন এবং জৈনদের অন্যান্য পবিত্র স্থান তাহাদের নিয়ন্ত্রণে ছাড়িয়া দেন।

'প্রকৃত প্রস্তাবে আকবরের গোশ্ত ভক্ষণ পরিহার এবং কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করা মূলত জৈন আচার্যদের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি ছিল।'[৬৫]

পারসিকদের প্রভাব

পারসিক ধর্মগুরুরাও আকবরের 'ইবাদতখানায় ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দাস্তুর মিহারজি রাণা, যিনি গুজরাটে অবস্থান করতেন, সম্রাটকে জোরোথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেন।[৬৬]

www.almodina.com

আবুল ফজল বলেন, '১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে দাস্তর মিহারজী রাণা আকবরের 'ইবাদতখানায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। তাই বাদশাহের সহিত আলোচনাকালে তাহার কোন দোভাষীর প্রয়োজন হইত না। আকবর তাহার দ্বারা এতই প্রভাবিত হন যে, তিনি অগ্নিকে সমস্ত সৃষ্টির উৎস মনে করেন এবং উহাকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করতে থাকেন।'[৬৭]

বদায়ূনী বলেন, 'আকবর পারসিক 'ধর্মগুরুদের দ্বারা এতই প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি শিক্ষা করেন এবং আবুল ফজলকে তাহার দরবারে পবিত্র 'শিখা-অনির্বাণ' প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।'[৬৮]

তাহাদের প্রভাবেও আকবর সূর্য-পূজা শুরু করেন, কারণ 'সূর্য হইল সমস্ত আগুনের উৎস।'[৬৯] তিনি বলিতেন, 'বাতি প্রজ্বলিত করিবার মূল উদ্দেশ্য হইল সূর্যের স্মরণ মাত্র। আর যে সূর্যকে ভালবাসে, তাহার উচিত দীপ-জ্বালানোর মাধ্যমে উহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা।'[৭০]

বদায়ূনী আরো বলেন, 'আকবর প্রদীপ জ্বালাইবার সময় দণ্ডায়মান হইয়া উহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা সভাসদদের জন্য বাধ্যতামূলক করেন।[৭১] তাহাদের প্রভাবের ফজল আকবর মৃতদেহকে ইসলামী কায়দায় দাফন করাকে অপছন্দ করতে থাকেন।

'আকবর চান্দ্র হিজরী পঞ্জিকার পরিবর্তে সৌর পঞ্জিকা প্রবর্তন করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতানুসারে এই পরিবর্তন ছিল আকবরের ইসলাম হইতে জোরোথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রতি মানসিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ।'[৭২] এই মতের সমর্থনে তাহাদের যুক্তি হইল, আকবর মুসলমানদের পোশাকের চাইতে পারসিকদের পোশাক পরিতে পছন্দ করতেন।

'পারসিক ধর্মজাযকগণ আকবরের দরবারে কেবল সম্মানিতই ছিলেন না বরং তিনি তাঁহাদের জন্য রাজকীয় জায়গীর ও লাখেরাজ সম্পত্তিও বরাদ্দ করেন।'[৭৩]

খৃষ্টানদের প্রভাব

ধর্মীয় ব্যাপারে আকবরের অনুসন্ধানী মন তাঁহাকে খৃষ্টানদের সাহচর্যে আনে। ফতেহপুর সিক্রির 'ইবাদতখানায় ধর্মালোচনায় যোগদান করিবার জন্য তাহাদিগকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্রাট তাহাদের ও খৃষ্ট ধর্মমতের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।[৭৪]

বাদশাহকে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গোয়া হইতে পর পর তিনটি মিশন রাজ-দরবারে আগমন করে। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ফাদার রুডল্ফ একুয়াভিভা ও

www.almodina.com

ফাদার মনসরেটের নেতৃত্বে একটি মিশন সর্বপ্রথম ফতেহপুর সিক্রিতে পৌছে। আকবর তাঁহাদের সহিত স্বীয় প্রাসাদে সাক্ষাৎ দান করেন এবং খুবই সৌজন্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিন বছর পর কোন ফল লাভ ব্যতীতই এই মিশন গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করে।[৭৫]

১৫৯০ খৃস্টাব্দে ডোম লিও গ্রীমোন নামে একজন খৃস্টান মিশনারী আকবরের সহিত লাহোরে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার মাধ্যমে আকবর গোয়ার রেকটরের কাছে আর একটি মিশন পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার ফজল গোয়ার রেকটর আর কোন মিশন রাজ-দারবারে প্রেরণে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ডোম লিও গ্রীমোনের বর্ণনায় আকবরের মানসিক পরিবর্তনের সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া ১৫৯১ খৃস্টাব্দে ফাদার এডওয়ার্ড লিটোন ও ক্রিস্টোফার ডি-ভোগারের নেতৃত্বে একটি মিশনারী দলকে আকবরের দরবারে প্রেরণ করেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে খুবই সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রাসাদের একাংশ তাঁহাদের অবস্থানের জন্য বরাদ্দ করেন। তাঁহারা শাহযাদা ও অন্যান্য আমীরের ছেলেদের পর্তুগীজ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা অনুধাবন করতে পারেন যে, সম্রাট খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিবেন না; কাজেই তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন।[৭৬]

১৫৯৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট আকবর আরো একটি মিশন প্রেরণের জন্য গোয়ার রেকটরকে অনুরোধ করেন। সেই হিসাবে জিরোম জেভিয়ারের নেতৃত্বে একটি মিশন ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে লাহোরে আকবরের সহিত মিলিত হয়। 'বাদশাহ তাঁহাদিগকে খুবই সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণের জন্য তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করেন। গীর্জা নির্মাণের জন্য আকবর তাহাদিগকে সরকারী অনুদানও প্রদান করেন।[৭৭] কিন্তু এই মিশনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বস্তুত ১৫৮০ হইতে ১৬০৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খৃস্টান মিশনারীরা আকবরের মানসিক পরিবর্তনের জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করে। পর পর তিনটি মিশন আকবরের দরবারে তাঁহাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। যদিও তাহারা তাহাদের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারে নাই, তথাপি ইহা স্পষ্ট যে, আকবর খৃস্টান ও খৃস্টধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রভাবে আকবরের মনে কুরআন ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়।[৭৮]

আকবরের নির্দেশে আবুল ফজল পবিত্র ইনযীলের ফার্সী ভাষায় অনুবাদের সময় (بسم الله الرحمن الرحيم) -এর পরিবর্তে (ای نامی وی ژژوکرستو) অর্থাৎ 'যীশু-খৃস্টের নামে শুরু করিতেছি' ব্যবহার করেন।[৭৯]

www.almodina.com

খৃস্টানদের প্রভাবে মহানবী (সা)-এর প্রতি সন্দিহান হওয়াতে আকবর (لا اله الا الله محمد الرسول الله) এই পবিত্র বাণী পরিবর্তন করিয়া (لا اله الا الله اكبر خليفة الله) এই বাণীর প্রবর্তন করেন।[৮০]

হুযুর (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ হেতু আহমদ, মুহাম্মদ, মোস্তফা ইত্যাদি ধরনের নাম রাখা আকবরের নিকট দূষণীয় ছিল। এই ধরনের নাম পরিবর্তন করিয়া তিনি 'রহমত' রাখেন। এতদ্ব্যতীত আকবর সালাত আদায় করা এবং আযান দেওয়ার প্রথাও রহিত করেন।[৮১]

ঐতিহাসিক স্মিথ ১৫৮২ খৃস্টাব্দে লিখিত মনসেরেটের একটি পত্রের সূত্রে আকবর সম্পর্কে বলেন ঃ The king is not a Muhammadan.[৮২]

মুক্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব

'মুক্ত-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও আকবরের মানসিক পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ইহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন- শায়খ মুবারক, আবুল ফয়েয, ফৈযী, আবুল ফজল ও রাজা বীরবল।

ইহাদের মধ্যে আবুল ফজলই প্রধানত আকবরের মানসিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বস্তুত আবুল ফজল ছিলেন একজন নাস্তিক। তাহার লেখনীতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা তিনি বদায়ূনীকে বলিয়াছিলেন ঃ আনন্দস্ফূর্তির জন্য আমি কয়েকদিন অবিশ্বাসীদের উপত্যকায় বিচরণ করতে চাই।[৮৩]

খাজা 'উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর বর্ণনামতে, আবুল ফজলের বিপথে গমনের জন্য শরীফ আমলীই মুখ্যত দায়ী। শরীফ আমলী ছিলেন মাহমুদ পাসখানীর শিষ্য। তিনি ছিলেন মুক্ত-বুদ্ধি সম্প্রদায়ের নেতা।[৮৪]

হিজরী দশম শতকে তিনি তাঁহার প্রচারণার দ্বারা হিন্দুস্থান ও ইরানের বহু লোককে প্রভাবান্বিত করেন, যার ফজল ইরানের শাসক শাহ্ 'আব্বাসের রাজ-সিংহাসন হুমকির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় ১০০২ হিজরীতে শাহ্ তাঁহার সিংহাসনের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এই দলের অসংখ্য অনুগামীকে হত্যা ও বন্দী করেন।[৮৫]

এই সময় মুক্ত-বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতা পালাইয়া হিন্দুস্থানে আসেন, যাহাদের মধ্যে শরীফ আমলী ছিলেন অন্যতম। হিন্দুস্থানে আগমনের পর তিনি আবুল ফজলের নৈকট্য লাভ করেন। আবুল ফজলের মাধ্যমে শরীফ আমলী আকবরেরও কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বাদশাহের উপর এমন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন যে, আকবর তাঁহাকে পীরের মত ভক্তি করতেন।[৮৬]

www.almodina.com

শরীফ আমলীর মাধ্যমে এই দলের বহু লোক আকবরের দরবারে চাকুরীপ্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে ওকু-ই-নিশাপুরী ও তাশবিহী কাশী নামক দুইজন বিখ্যাত কবিও ছিলেন। আবুল ফজল প্রায়ই তাঁহাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। ইহারাও আকবরের মানসিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।[৮৭]

তারিখ-ই-আলম আরা-ই-'আব্বাসীর লেখক ইস্কান্দার মুনশী বলেন ঃ শায়খ মুবারকের পুত্র শায়খ আবুল ফজল হিন্দুস্থানের অন্যতম জ্ঞানী লোক, যিনি আকবরের দরবারে বহু খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি মুক্ত-বুদ্ধিবাদীদের অনুসারী ছিলেন এবং বাদশাহ্ তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া শরীয়তের সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হন।[৮৮]

তাহাদের ধারণা, সৃষ্ট জগতের সবকিছুই প্রকৃতির দান। ইহাতে আল্লাহ্‌র কিছুই করার নাই। তাহারা বিবর্তনবাদেও বিশ্বাসী ছিল। তাহারা পবিত্র কুরআনকে মুহাম্মদ (সা)-এর সৃষ্টি বলিয়া মনে করত এবং শরীয়তের বিধানকে 'আলিমদের আবিষ্কৃত মতবাদ বলিয়া ধারণা করত।

এই মতবাদের অনুসারীরা সালাত সম্বন্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কাউকে সালাত আদায় করিতে দেখিলে তাহারা বলিত ঃ 'আল্লাহ্ আসমানে অবস্থান করেন, এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে যমীনে সিজদাহ করা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ?'[৮৯]

একইরূপে তাহারা হজ্জ পালনকালে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত গমনকারীদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া বলিত ঃ তাহাদের কি হারাইয়াছে, যাহার জন্য তাহারা বারবার যাতায়াত করিতেছে?[৯০]

হজ্জের অন্যতম বিধান কুরবানী সম্পর্কে তাহারা বলিত ঃ এই পশুদের অপরাধ কি? যাহারা কথা বলিতে পারে না, উহাদিগকে তোমরা কেন হত্যা করিতেছ?[৯১]

এতদ্ব্যতীত তাহারা পবিত্র রমযান মাস সম্পর্কে বিদ্রূপ করিয়া বলিত ঃ ইহা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মাস। এমন কি তাহারা মা ও বোনকে বিবাহ করা অবৈধ মনে করত না।[৯২]

তাহাদের বিশ্বাস মতে, মাহমুদ পাসখানী পর্যন্ত এই পৃথিবীর বয়স ছিল আট হাজার বৎসর এবং এই সময়ের জন্য নেতৃত্ব ছিল 'আরবদের। এখন মাহমুদ পাসখানীর অভ্যুদয়ের পর 'আরবনেতৃত্বের অবসান হইয়াছে এবং এখন হইতে পরবর্তী আট হাজার বৎসর পর্যন্ত নবী আসিবেন অনারবদের মধ্যে।[৯৩]

মুহসিন ফানী ইহাদের সম্পর্কে বলেন ঃ ইহাদের একটি বিশেষ দু'আ ছিল, যাহা তাহারা সূর্যের দিকে মুখ করিয়া পড়িত। ইহাও কথিত আছে যে, এই সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হইত, তখন তাহারা সালামের পরিবর্তে বলিত-আল্লাহ্, আল্লাহ্। তাহাদের ধারণানুযায়ী দীন-ই-ইসলামের বিধান আর কার্যকরী নাই, কাজেই মাহমুদ পাস্‌খানীর অনুসরণ ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই।[৯৪]

www.almodina.com

এতদ্ব্যতীত মুক্ত-বুদ্ধিজীবীগণ মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তরে গমনে বিশ্বাস করত এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করত। ইহা ছাড়া তাহারা নবুয়ত, রুওয়্যাত, সৃষ্টি রহস্য ও হাশর-নশরে সন্দিহান ছিল এবং এতদ্ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।[৯৫]

ইহাদের ধারণা ছিল, দীন-ই-ইসলামের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই এখন একটি নতুন দীনের প্রয়োজন। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা বাদশাহ আকবরকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত করে। তাহাদের প্রভাবে আকবর তারিখ-ই-আলফী ও আলফী সিক্কার প্রচলন করেন।[৯৫]

মুক্ত-বুদ্ধিজীবীগণ 'যুক্তির অনুসারী' হিসেবে ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অবিশ্বাস করত। এইজন্য তাহাদের প্রভাবে আকবরও যুক্তি-অনুসারী হইয়া উঠেন। ফলে তিনি তাঁহার ধর্মের অনুসারীদের বলিতেন ঃ যদি ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন করিতে চায়, তবে সে যেন সে সম্পর্কে মোল্লাগণকে জিজ্ঞাসা করে। আর আমরা তো কেবল সেই সব ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করি, যাহা যুক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৯৭]

উপরোক্ত আলোচনায় ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ আকবর প্রথম জীবনে নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলিম থাকা সত্ত্বেও বিভিন্নরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সমন্বয়ে 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মমত প্রচার করেন। এই সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ রায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'A Short History of Muslim Rule in India'তে লিখিয়াছেন ঃ

'The success or failure of the Din-E-Ilahi as a cult is not a matter of importance. Politically it produced wholly beneficial result.' অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির বিবেচনায় দীন-ই-ইলাহীর সাফল্য অথবা ব্যর্থতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হইয়া রাজনৈতিক দিক দিয়া ইহা সর্বতোভাবে লাভজনক ফল উৎপাদন করিয়াছিল।[৯৮]

দীন-ই-ইলাহী ও ইসলাম

বিভিন্ন ধর্মীয় ও মতবাদের প্রভাবে আকবরের মানসিক পরিবর্তনের ক্রমধারা ঐতিহাসিক স্মিথের বর্ণনায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন ঃ ১৫৫৬-১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আকবর ছিলেন একজন অত্যন্ত আগ্রহশীল, কট্টর সুন্নী মুসলিম। ১৫৭৪-১৫৮২ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁহার ভাবপ্রবণ মনে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তখন তাঁহাকে একজন সন্দেহবাদী, প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী, যুক্তিবাদী মুসলিম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। অবশেষে ১৫৮২-১৬০৫ খৃস্টাব্দের

www.almodina.com

মধ্যে তিনি ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব-ধর্ম-সার দীন-ই-ইলাহী ধর্ম প্রচার করেন।[৯৯]

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা, কালিমা, সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত। আকবর ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইহার সব কিছু অস্বীকার করেন এবং কালিমা তায়্যিবার পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁহার দীন-ই-ইলাহীর মূলমন্ত্র ছিল ঃ

(لا اله الا الله اكبر خليفة الله) অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, আকবর আল্লাহ্‌র খলীফা।[১০০]

আবুল ফজল মহাভারত ফার্সী ভাষায় অনুবাদের সময় উহার ভূমিকায় আকবরকে (خليفة الله) বা আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[১০১]

নবী করীম (সা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে আকবর মুহাম্মদ, আহমদ, মাহমুদ, মোস্তফা নামের লোকদিগকে অপছন্দ করতেন। এই সম্পর্কে বদায়ূনী বলেন ঃ যদি কোন শাহী কর্মচারীর নাম ইয়ার মুহাম্মদ, মুহাম্মদ খান হইত, তবে বাদশাহ তাহাকে অন্য নামে আহ্বান করতেন। তিনি হুযূর (সা)-এর নাম মুখে উচ্চারণ করাকেও অপছন্দ করতেন।[১০২]

অপরপক্ষে বাদশাহ্ আকবর তাঁহার পৌত্রদের নাম সাসানীয় বাদশাহ্‌দের নামের অনুকরণে হাওশংগ, তাহ্‌মুরাছ এবং বোয়াসান্‌গার রাখেন।[১০৩]

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হইল সালাত। সম্রাট আকবর শাহী মহল ও দরবারে সালাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বদায়ূনী বলেন ঃ সেখানে কেহই প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে সাহস পাইত না।[১০৪] দেওয়ানখানার ঐ মসজিদ, যেখানে আকবর এক সময় আযানও দিতেন, সেখানে সালাত আদায়ে বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় উহা বিরান হইয়া যায়। হিন্দুরা এই সুযোগে মসজিদ ও খানকাকে আস্তাবলে ও পাহারাদারদের কক্ষে রূপান্তরিত করে।[১০৫]

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হইল সিয়াম। খাজা 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন ঃ আবুল ফজল ও তাহার অনুসারীরা মাহে রমযানকে 'ক্ষুধা-তৃষ্ণার মাস' বলিয়া বিদ্রূপ করত।[১০৬]

মাহে রমযানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে আকবরের মনোভাব তাযকিরাতুল মুলুক গ্রন্থের প্রণেতা শাহ রফিউদ্দীন শীরাযী প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ আকবর তাঁহার সভাসদদিগকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁহারা যেন মাহে রমযানে পূর্ণ দরবারে প্রকাশ্যে পানাহার করেন। যদি তাঁহাদের কাহারও পানাহারের ইচ্ছা না থাকে,

www.almodina.com

তবে তিনি যেন কমপক্ষে মুখে পানি পুরিয়া দরবারে আসেন। যদি এইরূপ না করা হয়, তবে তাহাকে রোযা রাখার অপরাধে পাকড়াও করা হইবে।[১০৭]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর বক্তব্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ হিন্দুদের একাদশীর সময় মুসলমানদের আদৌ পানাহারের অনুমতি ছিল না। কিন্তু মাহে রমযানে হিন্দু এবং সমমনা মুসলমানদের নির্দ্বিধায় খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি ছিল।[১০৮]

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হইল যাকাত। সম্রাট আকবর একটি শাহী ফরমানের মাধ্যমে তাঁহার কর্মচারীদিগকে মুসলমানদের নিকট হইতে যাকাত ওসুল না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। রুকআতে আবুল ফজল-এ আকবরের এই ফরমানটির উল্লেখ আছে।[১০৯]

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হইল হজ্জ। আকবর হজ্জে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। বদায়ূনী বলেন ঃ এই সময় আকবরের নিকট হজ্জে গমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা মৃত্যুকে আহ্বান করার মত ছিল।[১১০]

আকবর ইসলামী 'আকাঈদ ও ইবাদত' সম্পর্কিত সব কিছুকেই মনগড়া মনে করতেন। বদায়ূনী বলেন ঃ তিনি নবুয়ত, আল্লাহ্‌র দীদার, সৃষ্টি রহস্য ও হাশর-নশর ইত্যাদির ব্যাপারে বিদ্রূপ করতেন এবং এ সমস্ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন।[১১১]

তিনি আরো বলেন ঃ আকবরের সময় সালাত, রোযা—এমন কি ঐ সমস্ত ব্যাপার, নবুয়তের সহিত যাহার সম্পর্ক, উহার নাম দেওয়া হয় 'অন্ধ-বিশ্বাস'। এই সমস্ত ব্যাপারকে অবাস্তব আখ্যা দেওয়া হয় এবং দীনের মূল ভিত্তি ইল্‌ম-ই-ইলাহীকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণ জ্ঞানের প্রাধান্য দেওয়া হয়।[১১২]

বস্তুত শরীয়তের উৎস হইল চারটি ঃ কিতাবুল্লাহ্‌, সুন্নাত-ই-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা), ইজমা এবং কিয়াস। কিতাবুল্লাহ বা কুরআনকে আকবর আল্লাহর ওহী হিসাবে বিশ্বাস করতেন না। এই সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ আবুল ফজল আমার পিতার মগজে ইহা ঢুকাইয়া দেয় যে, কুরআনে-হাকীম আল্লাহ্‌র ওহী নয় বরং ইহা নবী করীম (সা) কর্তৃক রচিত।[১১৩]

শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হইল সুন্নাত-ই-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)। যে ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নাম মুখে উচ্চারণ ও শ্রবণ করতে পছন্দ করত না, তাহার নিকট সুন্নত-ই-রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুরুত্ব ও মর্যাদা আর কি হইতে পারে? কাজেই আকবর নবী করীম (সা)-এর অনেক কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। আকবর হুযূর (সা)-এর মু'জিয়া এবং মি'রাযকে অস্বীকার পূর্বক বলিতেন ঃ ইহা কিরূপে বিবেকসম্মত হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি তাহার জড়দেহ লইয়া তাহার শয্যা হইতে

www.almodina.com

আসমানে গমন করল এবং সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নব্বই হাজার কথাবার্তা বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার শয্যা তখনও গরম।[১১৪]

শরীয়তের তৃতীয় উৎস হইল ইজমা-ই-সাহাবা বা সাহাবীদের ঐকমত্য। যে ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপ্রিয় তাঁহার নিকট তাঁহার সাহাবীদের মর্যাদা আর কি হইতে পারে? সাহাবা-ই-কিরাম-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর আকবরের ঘোর আপত্তি ছিল। যেমন, উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ ইত্যাদি।[১১৫] কাজেই, তাঁহাদের ইজমার কোন মর্যাদা আকবরের নিকট ছিল না।

শরীয়তের চতুর্থ উৎস হইল কিয়াস। আকবর ও তাঁহার অনুসারীরা ইহাকে অস্বীকার করিয়া বলিতেন, দীন-ইসলামের মসলা-মাসায়েল ফিক্হ তত্ত্ববিদ 'আলিমদের সৃষ্টি। কাজেই, উহার উপর আমল করা আদৌ জরুরী নয়।

'উলামা-ই-দীন ও আইম্মা-ই-আহলে সুন্নাহ সম্পর্কে আবুল ফজল বলিতেন ঃ তোমরা কি আমার নিকট অমুক মিষ্টান্ন বিক্রেতা, অমুক মুচি বা চামারের উদ্ধৃতি দ্বারা দলিল পেশ করতে চাও।[১১৬]

দীন-ইসলাম পরিত্যাগের পর আকবর চল্লিশ-রত্ন নামে একটি পরামর্শ সভা গঠন করেন। তাহারা 'বিবেক ও যুক্তি-তর্কের মাপকাঠিতে সব কিছুকে বিচার করত। যদি উহা তাহাদের বিবেকসম্মত হইত, তবে উহাকে 'নও আইনে-ইলাহী' তথা 'দীন-ই-ইলাহী'র নতুন আইন হিসাবে গ্রহণ করত। অন্যথায় উহাকে বিবেক-বর্জিত বলিয়া পরিত্যাগ করত।[১১৭]

এই পণ্ডিত-মূর্খ তথাকথিত বিবেকের অনুসারীরা আরো বলিত ঃ যদি ইহা ধরিয়া নেওয়া হয় যে, শূকর উহার কুৎসিত-কদাকার চেহারার জন্য হারাম, তবে ব্যাঘ্র উহার সুন্দর চেহারা ও সাহসিকতার জন্য হালাল হওয়া উচিত।[১১৮]

ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের পর আকবর হালাল-হারামের ব্যবধান উঠাইয়া দেন। তিনি মদপানকে বৈধ ঘোষণা করেন। বদায়ূনী বলেন ঃ আকবর বলিতেন যে, শরাব যদি শরীরের উপকারের জন্য ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়, তবে উহা হালাল। অবশ্য শর্ত হইল, উহা পানে নেশাগ্রস্ত হইয়া কোনরূপ ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি না করা।[১১৯]

সম্রাট আকবর যিনা করাকে বৈধ বলিয়া মত দেন। ঐতিহাসিক মুহব্বত ইব্ন ফয়েজ ও বদায়ূনী বলেন ঃ আকবর শহরের বাহিরে 'শয়তানপুর' নামে পতিতাদের জন্য একটি বস্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[১২০]

আকবর জুয়া বৈধ ঘোষণা করেন এবং তাঁহার নির্দেশে 'শয়তানপুর' একটি জুয়ার ঘর স্থাপিত হয়। এই স্থানের জুয়াড়ীদিগকে রাজভাণ্ডার হইতে সুদে টাকা ধার দেওয়া হইত। এইরূপে আকবর সুদও হালাল বলিয়া ঘোষণা করেন।[১২১]

www.almodina.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্য রেশমী-বস্ত্র ব্যবহার করা হারাম। ইসলামের সহিত শত্রুতাবশত আকবর রেশমী বস্ত্র পরিধান করাকে হালাল ঘোষণা করেন। এই জন্য তিনি নিজে উহা পরিধান এবং তাঁহার আমীর-উমরাগণকে উহা পরিধান করতে উৎসাহিত করতেন।[১২২]

আকবর দাড়ি মুণ্ডনকে বৈধ ঘোষণা করেন এবং মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে তিনি সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি দাড়ি মুণ্ডন করেন।[১২৩]

আকবর শরীয়তের বিধান বাতিল করিয়া বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে নিজস্ব আইন জারি করেন। এই সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন ঃ আল্লাহ্কে খুশি করিবার জন্য আকবর এই বিধান জারি করেন যে, ষোল বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে কোন ছেলের এবং চৌদ্দ বৎসরের পূর্বে কোন মেয়ের বিবাহ দেওয়া চলিবে না।[১২৪]

তিনি আরও বলেন ঃ আকবর এই নির্দেশও জারি করেন যে, এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা চলিবে না এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা যাইবে না।[১২৫]

এতদ্ব্যতীত বাদশাহ্ আকবর এই বিধানও জারি করেন যে, কোন পুরুষ নারী অপেক্ষা বার বছর কম বয়স্ক হইলে সে পুরুষ ঐ নারীর সহিত সহবাস করতে পারিবে না।[১২৬]

আবুল ফজল আরো বলেন ঃ আকবর এই হুকুমও জারি করেন যে, কোন কম বয়স্ক যুবক অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারিবে না।[১২৭]

ঐতিহাসিক মুহব্বত ইব্ন ফয়েজ এবং বদায়ূনী বলেন ঃ বাদশাহ আকবর এইরূপ ফরমানও জারি করেন যে, ভবিষ্যতে কোন মুসলমান তাহার খালাতো, ফুফাতো, মমাতো এবং চাচাতো ভগ্নিকে বিবাহ করতে পারিবে না।[১২৮]

খাত্না সম্পর্কে আকবর এইরূপ নির্দেশ প্রদান করেন যে, বার বৎসরের পূর্বে কোন ছেলের খাত্নাহ্ দেওয়া চলিবে না।[১২৯] এই সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন ঃ বাদশাহের এইরূপ নির্দেশ দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, নাবালেগ ছেলেদের উপর শরীয়তের বিধান কার্যকরী হইতে পারে না। এইজন্য তিনি ব্যাপারটি বালিগ হওয়ার পর তাহাদের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করেন।[১৩০]

শরীয়তের পর্দার যে বিধান আছে, আকবর উহা উপেক্ষা করিয়া পর্দা প্রথা রহিত করেন এবং এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে মহিলাগণকে মুখমণ্ডল খোলা রাখিয়া বাহির হইতে হইবে।[১৩১]

কা'বা ঘরের অবমাননার উদ্দেশ্যে আকবর এই নির্দেশ জারি করেন যে, মৃতের দাফনের সময় ইহা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হইবে, যেন তাহার মস্তক পূর্বদিকে এবং

www.almodina.com

পদদ্বয় পশ্চিম দিকে থাকে। বদায়ূনী বলেন ঃ বাদশাহ্ নিজের শয়নের সময় স্বীয় পদদ্বয়কে কিবলার দিকে রাখিয়া শয়ন করতেন।[১৩২]

সর্বোপরি, দীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদিগকে কতকগুলি নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম-বিশ্বাসের রীতিনীতি পালন করতে হইত। তাহাদিগকে সম্রাটের উদ্দেশ্যে চারিটি জিনিস-ধন, জীবন, সম্মান এবং ধর্ম বিসর্জন দিতে হইত। যাহারা উহা গ্রহণ করত, তাহাদিগকে 'চেলা' বলা হইত। তাহাদিগকে নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি দিতে হইত। যেমন বদায়ূনী বলেন ঃ 'আমি অমুকের পুত্র অমুক, এ যাবত বাপ-দাদার ধর্মের অনুসারী ছিলাম।' এখন উহা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বাদশাহ্ আকবরের দীন-ই-ইলাহী গ্রহণ করিতেছি এবং এই ধর্মের খাতিরে জান, মাল ইয্যত ও পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।[১৩৩]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, দীন-ইসলামের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে আকবর এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য এই সময়টি ছিল খুবই মারাত্মক। বাদশাহ্ আকবরের শাসনামলের উদ্ধৃতি প্রসংগে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) বলেন ঃ মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করতে পারিত না। যদি কেহ উহা প্রচারে সচেষ্ট হইত, তবে তাহাকে হত্যা করা হইত।[১৩৪]

তিনি আরো বলেন ঃ কোন মুসলমান ইসলামের নির্দেশাবলী পালন করলে তাহাকে হত্যা করা হইত।[১৩৫]

বাদশাহ্ আকবরের এহেন কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সময়ের একজন বিজ্ঞ 'আলিম, মোল্লা মুহাম্মদ য়াযদী তাহার সম্পর্কে বলেন ঃ আকবর মুরতাদ হইয়া গিয়াছে কাজেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয।[১৩৬]

উক্ত ফতোয়াটির বিষয় উল্লেখ করিয়া ভিনসেন্ট এ. স্মীথ স্বীয় গ্রন্থ 'Akbar, the Great Mughal'-এ লিখিতেছেন ঃ 'Early in 1580 A. D. Mulla Muhammad Yazdi, a theologian, who had been in intimate converse with Akbar, ventured to issue a formal ruling (Fatwa) in his capacity as Qadi of Jaunpur, that rebellion against the innovating Emperor was lawful : [১৩৭]

একইভাবে এই ফতোয়াটির সমর্থনে ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ রায় স্বীয় গ্রন্থ 'A Short History of Muslim Rule in India'-তে লিখিয়াছেন ঃ 'The Qadi of Jaunpur, Mulla Muhammad Yazdi had issued a Fatwa (solemn declaration) early in 1580 A. D. declaring it lawful for Muslims to

www.almodina.com

take up arms against the Emperor, whose measures threatned the very existence of Islam in India.[১৩৮]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ আকবরের প্রচারিত ধর্মমত, 'দীন-ই-ইলাহী'-এর কারণে, এই উপমহাদেশ হইতে দীন-ইসলাম চিরতরে উৎখাতের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হইয়া যায়। এই বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় দীনের হিফাজতের জন্য এমন একজন মুজাদ্দিদকে প্রেরণ করেন, যিনি ইসলামী দরদ ও আবেগ ভরপুর অন্তঃকরণে হুকুমতের ধর্মদ্রোহিতা ও বেদীন কার্যকলাপকে ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার কানূন ও দীনী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের ফিত্না

আকবরের মৃত্যুর পর নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর ১০১৪/১৬০৫ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার আমলের ইসলামের জন্য ক্ষতিকর সমস্ত ব্যবস্থাকে তিনি বলবৎ রাখেন। তাঁহার সময়ে বাদশাহকে সিজদা করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। জাহাঙ্গীর স্বীয় পিতার ন্যায় সূর্যকে তাযীম করতেন এবং সূর্যের বিভিন্ন নাম তসবিহ্‌রূপে জপিতেন। জ্যোতিষীগণের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কোন কাজ করিবার পূর্বে শুভাশুভ লক্ষণ যাচাই করতেন। তিনি আগুনকে আল্লাহ্‌র 'নূর' বলিয়া বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের কারণে তিনি নিয়মিত 'প্রদীপ-পূজা' করতেন। 'দশহরা' ও 'দীপালী' উৎসবে তিনিও পিতার ন্যায় যোগদান করতেন এবং 'রাখী-বন্ধনের' প্রতীক গ্রহণ করতেন। তিনি নিজেও শরাব পান করতেন এবং অন্যদেরকেও এই ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

মোটকথা, দীনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতায় তিনি তাহার পিতার চাইতে একটুও পিছনে ছিলেন না। আর তাহার পারিষদবর্গও পিতৃযুগের পারিষদবর্গের ন্যায় তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টাই করতেন। অবশ্য দেশ-শাসন, প্রজা সাধারণের সুখ-শান্তি বিধান ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কতিপয় জনহিতকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।[১৩৯]

এতদসত্ত্বেও বাদশাহ জাহাঙ্গীর মায্হাবী দৃষ্টিকোণ হইতে তাহার পিতার ব্যতিক্রম ছিলেন না। উপরন্তু তাহার আমলে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) এবং তাহার অনুসারীদের জন্য একটি নতুন ফিত্না দেখা দেয় এবং এই ফিত্নার উৎসমূলে ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

নূরজাহান বাদশাহ জাহাঙ্গীরের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে স্বয়ং জাহাঙ্গীর বলেন ঃ আমার রাজত্ব এখন নূরজাহান এবং তাহার গোষ্ঠীর

হাতে। আমি রাজত্ব তাহাদের দিয়া দিয়াছি। প্রত্যহ আধাসের গোশ্‌ত এবং একসের শরাব ব্যতীত আর কিছুই আমি চাই না।'[১৪০]

নূরজাহান ইমামীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইরানের বাদশাহের উযীর খাজা মুহাম্মদ শরীফের দৌহিত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন শীয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ স্তম্ভ স্বরূপ। এই সময় বিশেষভাবে সুন্নী ও শীয়া সম্প্রদায় দ্বন্দ্ব তীব্ররূপ ধারণ করে। উপরন্তু খুতবার মধ্যে খুলাফা-ই-রাশেদীন-এর সমালোচনা ঐ সময়ের সবচেয়ে বেশি মতবিরোধের কারণ ছিল। এই সময়ে ইরানে শীয়াদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, 'সুন্নীদিগকে সেখানে বলপূর্বক ইমামীয়া মাযহাবভুক্ত করা হইত।'[১৪১]

অতএব, এই ইরানী শীয়াগণ যখন দেখিল, নূরজাহান ভারত-সম্রাজ্ঞী তথা রাজক্ষমতার অধিকারিণী এবং তাহার ভ্রাতা আসফ খান তাহার সহকারী, তখন তাহারা সুন্নীদের কোণঠাসা করিয়া শীয়া মতবাদ প্রচারের জন্য তৎপর হইয়া উঠে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, যাহার ফজল নূরজাহানের চক্রান্তে বাদশাহ্ তাহাকে সিজদা না করার অভিযোগে হযরত মুজাদ্দিদকে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করিয়া রাখবার জন্য নির্দেশ দেন।[১৪২]

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানীর উপর যে বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাহার পুত্রের নিকট লিখিত নিম্নোক্ত মাক্‌তুব (পত্র) হইতে প্রতীয়মান হয়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

'প্রিয় বৎস! বিগত যামানার অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে যখন কোন 'উলুল-আজম' (মহাসম্মানিত) পয়গম্বর প্রেরণ করা হইত, সেই সময়ের পরিবেশের সহিত বর্তমান যামানার হুবহু মিল রহিয়াছে। কিন্তু এই উম্মত সমস্ত উম্মতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের নবী খাতেমুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এই উম্মতের 'উলামাগণকে বনী ইসরাঈলের নবীগণের মর্তবা দান করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত নবী (আ)-এর স্থলে ইহাদিগকে যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। এইজন্য প্রত্যেক শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার সময় এই উম্মতের 'উলামাগণের মধ্যে একজনকে মুজাদ্দিদ নির্ধারিত করা হয়, যিনি শরীয়তে মুহাম্মদীকে পুনর্জীবিত করেন। বিশেষ করিয়া এক হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর বিগত উম্মতগণের মধ্যে কোন উলুল-আজম পয়গম্বরের প্রেরিত হইবার সময় হইত এবং কেবল নবীর দর্জার উপর যথেষ্ট মনে করা হইত না। কাজেই এই সময় উম্মত-ই-মুহাম্মদী (সা)-র মধ্যে এরূপ একজন বড় শানদার মুজাদ্দিদের প্রয়োজন, যিনি আরিফে-কামিল এবং 'উলুল-আজম' নবীর নায়েব বা প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতা রাখেন।[১৪৩]

দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ হওয়ার সপক্ষে তাহার নিম্নোক্ত মাকতূবটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'পীর-মুরীদি করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা

www.almodina.com

হয় নাই এবং আমাকে পয়দা করিবার উদ্দেশ্য কেবল সৃষ্ট জীবের শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণতা দান করা নহে। বরং ইহা একটি ভিন্নতর ব্যাপার এবং একটি ভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে আমাকে পয়দা করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করবে, সে ফয়েজ প্রাপ্ত হইবে, নতুবা নয়। তুকমীল ও ইরশাদের কার্যটি এই কার্যক্রমের মুকাবিলায় রাস্তার উপর পরিত্যক্ত বস্তু সদৃশ। নবী (আ) গণ কর্তৃক ধর্মের প্রতি দাওয়াত ও আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাহাদের বাতিনী সম্পর্কটিও এই ধরনের। যদিও নবুয়তের সিলসিলা শেষ হইয়াছে কিন্তু নবুয়তের কামালাত ও ইহার বৈশিষ্ট্যরাজি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও উত্তরাধিকার সূত্রে নসীব হইয়া থাকে।[১৪৪]

বস্তুত হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাহার বিপ্লবী তাজদীদের (সংস্কারের) কাজ বাদশাহ আকবরের সময় হইতেই শুরু করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আকবরের সময় ছিল তাহার ব্যক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণের সময় এবং জাহাঙ্গীরের সময় তিনি প্রকাশ্যে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সময় তাহার বয়স ছিল চল্লিশের অধিক।

দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ হিসেবে হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দীর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) স্বীয় গ্রন্থ 'শরহে রিসালা'য় যাহা লিখিয়াছেন, উহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ঃ 'বাদশাহ হুমায়ুনের পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যিন্দিকিয়াতের আকীদা পোষণ করেন; ফজল অজ্ঞতা ও গুমরাহীর পতাকা সমুন্নত হয়। ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ও বাতিলের অনুসারীগণ চতুর্দিক হইতে মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং দেশে এক বিরাট ফিত্নার সৃষ্টি হয়। অতঃপর আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শরাব পানে বিশেষভাবে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার আমলে হিন্দুগণ মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং রাফিজীদের প্রভাবও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। যার ফজল দীন-ইসলাম বিপন্ন হয়।[১৪৫]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর আবির্ভাবকালীন সময় এমন ছিল না, যখন হিন্দুস্থানে আর কোন বিশিষ্ট পীর-মাশায়েখ ও আলিম ছিলেন না। বরং সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সেখানে আউলিয়া-ই-কিরাম ও হাক্কানী 'আলিমদের এরূপ সমাবেশ ঘটিয়াছিল, যাহার কোন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে ছিল না। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান প্রসংগে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র) বলেন ঃ 'এই সময়ে কেবলমাত্র দিল্লী শহরেই মওজুদ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাইয়িদ আবদুল ওয়াহাব বুখারী, শাহ্ মুহাম্মদ খিয়ালী, শায়খ 'আবদুল আযীয চিশতী, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, খাজা বাকী বিল্লাহ (র), যিনি হযরত মুজাদ্দিদ-ই-

www.almodina.com

আলফে সানী (র)-এর মুর্শিদ। এই বুযুর্গদের প্রত্যেকেই কারামত সম্পন্ন ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইমাম সদৃশ ছিলেন। তাঁহাদের লিখিত অসংখ্য গ্রন্থও মওজুদ ছিল।'

শাহ্ সাহেব আরো বলেন ঃ 'গঙ্গুহে শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (র) ও তাঁহার আওলাদগণ মওজুদ ছিলেন। এই বুযুর্গগণ সকলেই শরীয়ত ও মারিফতের জ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শায়খ আবদুন নবী গঙ্গুহী (র) বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, যিনি আকবর কর্তৃক নিহত হন। তাছাড়া আকবরাবাদে ছিলেন মাওলানা সাইয়্যিদ রফিউদ্দীন (র) যিনি সে যুগের অন্যতম বুযুর্গ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। অনুরূপভাবে আমীর আবুল 'আলী উলুবী (র) ছিলেন আকবরাবাদে। তিনি উলুবিয়া নক্শ বন্দীয়া তরীকার যবরদস্ত পীর ছিলেন। ইহা ছাড়া গোয়ালীয়রে ছিলেন শাহ মুহাম্মদ গাওছ গোয়ালীয়রী, নারজুলে ছিলেন শায়খ নিযাম নারকুলী (র)।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) উপরোক্ত বুযুর্গদের মর্যাদা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করিয়াছেন, 'এই বুযুর্গগণ এইরূপ ছিলেন, যাঁহাদের নামের ওসীলায় বরকত হাসিল করা যাইত এবং যাঁহাদের নাম স্মরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত নাযিল হইবার আশা করা যাইত।[১৪৬]

বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় এই সমস্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুযুর্গ থাকা সত্ত্বেও এই উভয় শাসকের রাজত্বকালে দীন-ইসলাম বিরোধী শাহী ফিত্না, বে-দীনী কার্যকলাপ, দুনিয়াদার 'আলিম, সূফী, রাফিজী ও মুশ্রিকদের ফিত্না, বিভিন্ন মাযহাবের ধর্মীয় আধিপত্য, রাশি রাশি বিদ্'আতের প্রচলন, 'দীন-ইসলাম বিরোধী রুসমাত আকীদা ও আল্লাহ্কে অস্বীকার, দীন-ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবার ও দীনের শেয়ার প্রভৃতি রহিত করিবার জন্য অন্য বিবিধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের ও রসূলের সুন্নতের শিক্ষা ও আদর্শে তাঁহারা দীন ইসলামকে রক্ষা করতে সাহসী হন নাই। পক্ষান্তরে এই বদ্-দীনী সয়লাবের বিরুদ্ধে যিনি একাকী হিমালয়ের মত রুখিয়া দাঁড়ান, তিনি ছিলেন শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তিনি এই মহাদায়িত্ব আন্জাম দেন এবং দ্বিতীয় সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদরূপে গায়বী মদদে এই সমস্ত বদ্-দীনী কার্যকলাপের আমূল সংস্কারপূর্বক দীন-ইসলামকে সতেজ ও পরিবেশকে কলুষমুক্ত করিয়া স্বীয় দায়িত্ব পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন।

এই প্রসংগে 'হিন্দুস্থানের তিনজন মুজাদ্দিদ' শীর্ষক আলোচনায় হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মন্তব্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ঃ

'বাস্তব কথা এই যে, সাধারণভাবে সকলকে দীনের প্রতি আহবান করা এবং নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সহিত আহবান করা - দুইটি ভিন্নতর ব্যাপার। ইহা জরুরী নহে

www.almodina.com

যে, প্রত্যেক দাওয়াতদানকারী এই পর্যায়ে পৌছিতে সক্ষম হইবে। দাওয়াতদানকালে হাজার হাজার আলিম ও কামিল ব্যক্তি বর্তমান থাকেন কিন্তু দ্বারোদঘাটনকারী ব্যক্তি কেবলমাত্র উক্ত সময়ের মুজাদ্দিদই হইয়া থাকেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাদশাহ আকবরের রাজত্বের শেষদিকে এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে 'আলিম ও হকপন্থী মাশায়েখগণ হইতে কি হিন্দুস্থান খালি ছিল? বরং অসংখ্য বড় বড় 'আলিম ও মাশায়েখ মওজুদ ছিলেন। কিন্তু উক্ত যুগের ইসলাহ [সংশোধন] ও তাজদিদী [সংস্কার] কার্য কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। একমাত্র ইমাম-ই-রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) শায়খ আহমদ সরহিন্দী (র)-এর পাক-হাস্তি [পবিত্র ব্যক্তিত্ব] এই বিরাট কার্যের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। ইহা সুবিদিত যে, উক্ত সময়ে বড় বড় 'আলিম ও খানকার পীরগণ ছিলেন। মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারীখ, তব্‌কাতে আকবরী, রওযাতুল 'উলামা এবং আখ্‌বারুল আখিয়ার প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় যে, এই সময়ে হিন্দুস্থানে 'আলিম পীর ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং খানকাহ ও মাদ্রাসা ব্যতিরেকে কোন শহর ও গ্রাম ছিল না।'[১৪৭]

তৎকালীন 'উলামাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ খুবই বিখ্যাত ছিলেন। যথা ঃ 'শায়খ আলী মোত্তাকী, শায়খ জালাল থানেশ্বরী, মোল্লা মাহমুদ জৌনপুরী, মাওলানা ইয়াকুব কাশ্মিরী, মোল্লা কুতুবুদ্দীন শাহ্‌লভী, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মোল্লা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটী, মাওলানা ইলাহ্ দাদ জৌনপুরী। ইঁহারা স্ব স্ব কর্মকাণ্ডে নিজেদের সময় ব্যয় করতেন। তাঁহারা এই তাজদিদী কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তৎপর হন নাই।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর মুর্শিদ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (র)। হযরত মুজাদ্দিদের ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিয়াছেন ঃ আমি আলোক নহি বরং চকমকি। আমি আগুন বাহির করিয়া দেই কিন্তু আলো হইতেছে শায়খ আহমদ সরহিন্দী।'[১৪৮]

'উলামা-ই-হিন্দ কা শানদার মাযী' গ্রন্থের প্রণেতা মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ মিয়া হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর তাজদীদের আলোচনা প্রসংগে তাঁহার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আলোকপাত করিয়া বলিয়াছেন ঃ

'আক্‌বর ও জাহাঙ্গীরের আমলে কেবল হিন্দুস্থানেই নয় বরং কাবুল, তুর্কীস্তান ও খুরাসানে দীন-ইসলামের অবস্থা খুবই নাযুক ছিল। সকলেই দীনের দূরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করত। কিন্তু কেহই উহার তাজদীদের জন্য সচেষ্ট হইত না। হিন্দুস্থানে সবচেয়ে বড় মসীবত ছিল এই যে, আম ও খাস সকলের উপর তাসাউফের রং এত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু প্রকৃত তাসাউফের পবিত্রতা-মূর্খতা ও বিদ্'আতের সংমিশ্রণে, একেবারেই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল।

www.almodina.com

বরং এক প্রকারের খেয়াল-খুশি ও স্বেচ্ছাচারিতাকে তরীকতের গোপণ তথ্যের আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া লোকদিগকে ধোঁকা দেওয়া হইত। সাধারণ লোকেরা শরীয়তের শিক্ষা পরিত্যাগ করায় গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। একদিকে তথাকথিত পীর ও মাশায়েখদের খানকার বেড়াজাল সারা দেশকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অপরপক্ষে আকবরী শাসনের প্রভাবে চতুর্দিকে বিদ'আত বিস্তার লাভ করে এবং এই কর্মে 'উলামায়ে ছু' [অসৎ 'আলিম] ও দুনিয়াদার সূফী নামধারিগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই ফিত্‌নাকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-কে প্রদান করেন।'[১৪৯]

মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-র রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিপ্লবী কর্মসূচী

ইমাম-ই-রব্বনী মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-র রাজনৈতিক মতাদর্শ এইরূপ ছিল ঃ দেশের বাদশাহ্ জনগণের জন্য রূহ্ বা আত্মাসদৃশ, এমতাবস্থায় রূহের ইসলাহ্ বা সংশোধনের মাধ্যমে শরীর ও অংগ-প্রত্যংগের সংশোধন হইয়া থাকে। বস্তুত হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাহার মুজাদ্দিদী জীবনের বিপ্লবী সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের প্রাক্কালে ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, মৌলিকভাবে তিনটি ধারায় আকবরী ফিত্‌নার সয়লাব প্রবাহিত। ইহার প্রতিরোধের জন্য তিনি কার্যকরী ও বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেন। উক্ত তিনটি ধারা ছিল ঃ

১. বাদশাহের আমীর উমরাহগণ ঃ তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিশেষ গতি ইঁহাদের অনেককে ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া হিন্দুত্বের প্রিয়পাত্র বানাইয়া ফেলিয়াছিল।

২. 'উলামা-ই-ছু' বা অসৎ 'আলিম ঃ ইহাদের একমাত্র অভিলাষ ছিল পার্থিব স্বার্থ লাভ করা। এই জন্য তাহারা রাজ্যের কর্ণধার ও আমীর-উমরাহদের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত থাকিত এবং প্রয়োজনবোধে তাহারা শরীয়তের বৈধ জিনিসকে অবৈধ এবং হারামকে হালাল বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করত না।

৩. ভণ্ড ও গুম্‌রাহ তথাকথিত সূফীগণ ঃ এই দলের অভিমত ছিল, 'শরীয়ত আওর হায়, তরীকত আওর' অর্থাৎ শরীয়তের সহিত তরীকতের কোন সংশ্রব নাই বরং তরীকতে পূর্ণতা লাভ করলে শরীয়তের পাবন্দী বা অনুসরণ তাহাদের জন্য আর দরকার হয় না। ইহাতে কামিল ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতে পারে এবং আল্লাহ্‌র বেটাও।

ফিত্‌নার এই উৎসত্রয় পরস্পর সংলগ্ন। মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-ইহাদের গতি ও চিন্তাধারাকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ণ শক্তি ও হিকমতের মাধ্যমে স্বীয় মুজাদ্দিদী খিদমত সম্পাদন করিয়া কামিয়াব হন।

www.almodina.com

তিনি তাহার মুজাদ্দিদ সুলভ তীক্ষ্ণ জ্ঞান দ্বারা ইহা অনুধাবন করতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, উপরোক্ত তিনটি ধারার ফিত্নার সংস্কার সাধন হইলেই বাদশাহ এবং দেশের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংশোধিত হইয়া যাইবে। কেননা, তাহার মতে শরীরের সহিত রূহের যেমন সম্পর্ক, ঠিক তেমনি বাদশাহের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক বিদ্যমান। 'উলামা-ই-ছু' ও ভণ্ড দরবেশগণ স্বীয় স্বার্থের মায়াজালে বাদশাহকে আবদ্ধ করিয়া দীন-ইসলামের সমূহ ক্ষতিসাধন করে। এই সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ বিন মুবারকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

'দীন-ইসলামকে কেবলমাত্র বাদশাহ, দুনিয়াদার 'আলিম ও ভণ্ড সূফীগণ বরবাদ করেন।'[১৫০]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাঁহার বিপ্লবী সংস্কার কর্মসূচীর সূচনাতে রাজ্যের আমীর-উমরাহ্গণের সহিত বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন, যাহার ফজল তাহাদের অধিকাংশই হযরত মুজাদ্দিদের নিকট মুরীদ হইয়া তাঁহার হালকাভুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহাদের সহিত যে পত্র বিনিময় করেন, তাহাতে মুর্শীদের ন্যায় বেপরোয়া ও বেনিয়াযীর শান পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত পত্রে বাতিল আকীদা পরিত্যাগের জন্য তাঁহাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) এই সমস্ত উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী রাজকর্মচারীকে অতি সতর্কতার সহিত তালিম ও তরবিয়াত বা শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করেন এবং তাঁহাদের ভুল আকীদাগুলি সংশোধন করিয়া সত্যিকার ইসলামী আদর্শের অনুসারী হিসাবে গড়িয়া তোলেন। অন্যদিকে তিনি ইহাদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতায় সরকারী শাসনযন্ত্রের গতিও নিয়ন্ত্রিত করেন। কেননা, রাজদরবারে ইহাদের অবাধ গমনাগমন ছিল এবং তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। কাজেই, এইরূপ মনে করা সংগত হইবে যে, আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সকল সুন্নী সরকারী কর্মচারী ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদের বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলনের সদস্য ও কার্যকরী কর্মপরিষদ।

এই সময় অধিকাংশ মুসলিম দেশের আমীর, হাকীম, 'আলিম ও মাশায়েখগণ হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন এবং সকল দিক হইতে দলে দলে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করতে থাকে। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হন এবং তাঁহার দরবার এইরূপ মর্যাদা ও গৌরব লাভ করে যে, সেখানে কেহই মুখ খুলিতে সাহস পাইত না। এই সময় হযরত মুজাদ্দিদ শায়খ রফিউদ্দীনকে খলীফা বানাইয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের মধ্যে ইসলাহী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

www.almodina.com

বস্তুত কোন সম্রাটের শুদ্ধি বা সাম্রাজ্যের সংস্কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইসলামের নীতি অনুযায়ী ইহা ধর্মের অন্যতম প্রধান খিদমত। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে কামিয়াবী হাসিল করেন। তাঁহার এই গৌরবময় রক্তপাতহীন বিরাট বিপ্লবী সংস্কার কর্মধারার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, যদ্বারা ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ জানা যাইতে পারে। অবশ্য তাঁহার মাক্‌তূবাত শরীফই তাঁহার সংস্কার আন্দোলনের মূল দলিল হিসাবে এখনও বিদ্যমান, যাহার আলোকে তাঁহার বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা পরবর্তীতে আলোচিত হইবে।

হযরত মুজাদ্দিদের মাক্‌তূব (পত্র)–গুলি পাঠ করলে জানা যায় যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেই সুন্নী মতবাদের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই হযরত মুজাদ্দিদের নিকট মুরীদ হইয়া তাঁহার হালকাভুক্ত হন। শাহী দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ আবদুর রহীম খান খানান, খান জাহান, খান আযম, সদরে জাহান, মীর্জা দারা, কালীজ খান, নওয়াব শায়খ ফরীদ, হাকীম ফতহুল্লাহ্‌, শায়খ আবদুল ওহাব, সৈয়দ মাহমুদ, সৈয়দ আহমদ, খিজির খান লোধী, মীর্জা বদীউজ্জামান, জাব্বারী খান, সিকান্দার খান লোধী প্রমুখ। ইঁহাদের নামে লিখিত পত্রাবলীই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইঁহাদের কেহ্‌ কেহ্‌ অত্যধিক প্রতিপত্তিশালী উচ্চ-পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারী ছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বিশেষভাবে আবদুর রহীম খান খানান বাদশাহ আকবরের সময় হইতেই এত বেশি প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, মনে হইত, তিনি যেন অর্ধ-রাজত্বের মালিক। তিনি সাম্রাজ্যের উন্নিতিকল্পে সব সময়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। অনুরূপভাবে উল্লেখিত অন্যান্য কর্মচারীও বাদশাহ্‌ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের বিশেষ স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং বাদশাহ্‌ আকবরের রাজত্বকাল হইতেই তাঁহারা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৫১]

আকবরের মৃত্যুর পর হিজরী ১০১৪ সালের ৮ই জমাদিউস-সানী জাহাঙ্গীর দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। তিনি মৃত পিতার মতের অনুসারী হইলেও কার্যত উদার মনোভাবাপন্ন মুসলমান ছিলেন। এই সময় হযরত মুজাদ্দিদের বয়স ছিল ৪৩ বৎসর। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথেই হযরত মুজাদ্দিদ তাঁহার সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। বাদশাহের মনোভাবের কথা উল্লেখপূর্বক তাই তিনি তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট মুরীদ শায়খ ফরীদের নিকট এই মর্মে একখানি গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। নিম্নে উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ

'আজ ইসলামী রাজত্বের উন্নতি ও মুসলমান বাদশাহের সিংহাসনে আরোহণের খোশখবর খাস ও আম (বিশেষ ও সাধারণ) লোকের কানে পৌঁছিয়াছে। বাদশাহের

www.almodina.com

মদদগার ও সাহার্যকারী হওয়া এবং শরীয়ত প্রচার ও মযহাবকে শক্তিশালী করতে তাহাকে পথ প্রদর্শন করা মুসলমানগণ নিজেদের উপর কর্তব্য বলিয়া মনে করে—এই সাহায্য ও শক্তিবৃদ্ধি মুখেই হউক অথবা বাহুবলে।'[১৫২]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের এই সময়কে তাহার সংস্কার আন্দোলনের মূল্যবান সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার অনুগত বিশিষ্ট আমীর-উমরাহদের দ্বারা ইসলাহী কার্যক্রমের নমুনা স্বরূপ কতিপয় মাক্‌তূবের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যাহাতে হযরত মুজাদ্দিদের ধর্মের প্রতি আবেগ ও অনুরাগ এবং তাহার কর্মপদ্ধতি ও তৎকালীন অবস্থার প্রতি বিশেষ আলোকপাত রহিয়াছে।

খান আযম ছিলেন বাদশাহ আকবরের উমরাহ্‌গণের অন্যতম। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও তিনি একজন বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ তাঁহাকে লিখিতেছেন ঃ

'সত্য সংবাদদাতা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ইসলাম ইহার প্রারম্ভকালে যেমন অপরিচিত ছিল, অচিরেই উহা পুনরায় অপরিচিত হইয়া যাইবে। কাজেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে যাহারা অন্যের চোখে অপরিচিত ও অপছন্দনীয় হয়—তাহাদের জন্য খোশ-খবর।' বর্তমানে ইসলাম ধর্মের অসহায়তা ও করুণ অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, কাফিরগণ প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দোষারোপ করিতেছে। তাহারা মুসলমানদের বদনাম করিতেছে এবং নির্ভয়ে কুফরী হুকুম-আহ্‌কাম জারি করিয়া বাজার, রাস্তাঘাট ও অলিগলিতে নিজেদের প্রশংসা করিতেছে। অপরপক্ষে মুসলামনদের জন্য ইসলামের হুকুম-আহ্‌কাম প্রচার করা নিষেধ। শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম পালনের জন্য তাহাদের উপর দোষারোপ ও বদনাম করা হইতেছে।

সুবহানাল্লাহী ওয়া-বিহামদিহী। এইরূপ কথিত আছে যে 'শরীয়ত তরবারির ছায়ার নীচে।' কেননা, প্রকৃতপক্ষে শরা-শরীয়তের খুবী (সৌন্দর্য) বাদশাহদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আফসোস! এখানে ব্যাপারটি বিপরীত। ইহা কতই না হৃদয়বিদারক!

বর্তমানে আপনার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা অনেক বেশি। আমরা এই ধর্মযুদ্ধে দুর্বল এবং পরাজিত। কেবল আপনার মুখের দিকে আশান্বিত হইয়া চাহিয়া আছি। আল্লাহ্ তা'আলা যেন আপনাকে এই ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'লোকে যখন পাগল বলে, তখনই পূর্ণ ঈমান অর্জিত হয়।' আসলে এই পবিত্র পাগলামির উদ্দেশ্য হইতেছে, দীনের

www.almodina.com

সাহায্য ও ইসলামের প্রতি আন্তরিক দরদ। ইহা আপনার ফিতরাত বা স্বভাবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আল-হামদুলিল্লাহ্!

বর্তমান সময়টি এইরূপ যে, যখন অল্প কাজের বিনিময়ে অধিক ফল লাভ করা যায়। 'আসহাবে কাহাফ' বা গুহাবাসীগণ তাঁহাদের যামানায় কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য হিজরত করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের এই কাজটি আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দ হয়। শত্রুর আক্রমণকালে সিপাহী অল্পস্বল্প কষ্ট করলেও তাহারা বড়ই বিশ্বাসের পাত্র হয়। এখন আপনার সামনে জিহাদের যে সুযোগ আসিয়াছে—ইহাই 'জিহাদ-ই-আকবর' বা সব চাইতে বড় জিহাদ। ইহাকে গনীমত মনে করিয়া এ কাজে অধিক সচেষ্ট হউন।'

অতঃপর হযরত খাজা আহরার (র) কি প্রকারে বাদশাহ্ ও আমীরগণের দরবারে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় চরিত্র বলে বশীভূত করিয়া সংশোধন করতেন, ইহার দৃষ্টান্ত প্রদানের পর হযরত মুজাদ্দিদ লিখিয়াছেন ঃ

নকশবন্দীয়া তরীকার বুযুর্গদের সহিত মহব্বত স্থাপন করার দরুন আল্লাহ্ পাক আপনাকে এক প্রকারের প্রভাব ও দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধুগণের দৃষ্টিতে আপনার মধ্যে ধর্মীয় মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জন্য আপনি চেষ্টা করুন, যাহাতে মুসলমানদের মধ্যে কুফরী হুকুম-আহ্কাম ও মযহাবী উদাসীনতা সৃষ্টি না হইতে পারে এবং তাহারা যেন এই খারাপ কাজ হইতে দূরে থাকিতে পারে। বিগত রাজত্বে (আকবরের শাসনামলে) এইরূপ মনে করা হইত, যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ধর্মের সহিত তাহাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ আছে। বর্তমানে এই (জাহাঙ্গীর) রাজত্বে প্রকাশ্যভাবে এইরূপ শত্রুতা দেখা যায় না। যদিও শত্রুতা থাকে, তবে উহা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার ফলস্বরূপ। যাহা হউক, এই ভয়ও অবশ্য আছে যে, উহা হইতে ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় ব্যাপারে শত্রুতার সৃষ্টি হইবে এবং মুসলমানদেরকে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।[১৫৩]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারের একজন অন্যতম সদস্যকে ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দশা সম্পর্কে ইংগিত করিয়া আফসোস প্রকাশ পূর্বক লিখিতেছেন ঃ

'প্রায় এক শতাব্দী অতিবাহিত হইতে চলিল, ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দশা ও অসহায়তা এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, কাফিরগণ ইসলামী মুল্কে প্রকাশ্যভাবে কুফরী হুকুম-আহ্কাম জারি করিয়াও সন্তুষ্ট নয় বরং তাহারা চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে ইসলামী আহ্কাম একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং ইসলাম ও মুসলমানীর কোন নাম-নিশানা বাকি না থাকে। ব্যাপারটি এই পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে, কোন মুসলমানই

www.almodina.com

ইসলামের কোন শে'য়ার বা রীতি-নীতি প্রকাশ করলে তাহাকে হত্যা করা হয়। হিন্দুস্থানে গরু যবেহ্ করা ইসলামের একটি বড় শেয়ার। কাফিরগণ জিযিয়া কর দিতে রাজী হইতে পারে কিন্তু তাহারা কখনও গরু কুরবানীতে রাজী হইবে না। বর্তমান বাদশাহের (জাহাঙ্গীরের) রাজত্বের প্রারম্ভে যদি ইসলামী হুকুম-আহ্কাম প্রচলিত হয় এবং মুসলমানগণ ও তাহাদের ঈমানের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তবে উত্তম। অন্যথায় যদি এ ব্যাপারে অধিক বিলম্ব করা হয়, তবে মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনগুলি ঠিকভাবে পালন করা খুবই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। পানাহ্! পানাহ্!! আবার পানাহ্!!!

দেখা যাক, কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত এবং কোন্ বাহাদুর উক্ত দৌলত লাভে সক্ষম।[১৫৪]

মুফতী সদরে জাহান একজন মর্যাদাসম্পন্ন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাইয়্যিদ বংশজাত ছিলেন এবং বাদশাহ্ আকবরের সময় দীর্ঘকাল প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরও তাঁহাকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। দীনের তাজদীদের কাজে শরীক হওয়ার জন্য হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন ঃ

কথিত আছে, 'লোকেরা বাদশাহের ধর্মের অনুসরণকারী।' এইজন্য সর্বসাধারণের সংশোধনের জন্য বাদশাহের সংশোধন খুবই জরুরী। বিগত যামানার (আকবরের সময়) কার্যকলাপ ইহার জ্বলন্ত নযীর।

বস্তুত এখন রাজত্বের মধ্যে একটি বিপ্লব আসিয়াছে এবং দীনের দুশমনদের সক্রিয়তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তথা-আমীর-উমরা ও 'উলামাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন দীন-ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং ইসলামের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তম্ভগুলিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা, অহেতুক বিলম্বে অধিক পরিমাণ অমংগল অনিবার্য। আমাদের ন্যায় গরীবের অন্তঃকরণ বিলম্বের কারণে খুবই পেরেশান। যামানার দুঃখ-কষ্টের ছাপ এখনও মুসলমানদের অন্তরে আঁকা আছে। ঘটনাবলী যেন ইহার প্রতিকারের পরিপন্থী না হয় এবং ইসলাম যেন ইহা হইতেও অসহায় অবস্থা প্রাপ্ত না হয়। বাদশাহ্ যে পর্যন্ত সুন্নত-ই-নববীর উন্নতির জন্য আগ্রহশীল না হন এবং বাদশাহের প্রিয়পাত্রগণও নিজেদেরকে এই কাজে নিয়োজিত করা হইতে দূরে রাখিয়া নশ্বর জীবনকে প্রিয় মনে করেন, এমতাবস্থায় বেচারা মুসলমানের উপর সময় বড়ই কঠিন ও সংকীর্ণ হইবে।[১৫৫]

বৈরাম খানের ভাগিনা খান জাহান ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যাহার প্রাধান্য রাজত্বের অধিকাংশ আমীর-উমরাহদের উপর ছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র) দীনের

www.almodina.com

তাজদীদের কাজে শরীক হওয়ার জন্য তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। উক্ত পত্রটি মাক্‌তূবাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৭ নং মাক্‌তূবরূপে সংকলিত আছে। উহাতে তিনি ইসলামের সমুদয় আকাঈদ ও 'ইবাদত বড়ই চিত্তাকর্ষক ও সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পত্র পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি খান জাহানকে দীনের প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার তাকীদ দিতেছেন। এই পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিতেছেন ঃ

'বর্তমান বাদশাহ (জাহাঙ্গীর) সপ্ত পুরুষ হইতে মুসলমান এবং আহ্‌ল-ই সুন্নাতুল জামাতের অন্তর্ভুক্ত ও হানাফী মযহাবের অনুসারী। কতক বৎসর হইল—কিয়ামতের নিকটবর্তী এবং নবুয়তের সময় হইতে দূরবর্তী—এই যামানার কিছু 'আলিম স্বীয় অন্তরের কলুষ হইতে উৎপন্ন লোভের বদবখতীর দরুন বাদশাহ এবং আমীরগণের নৈকট্য হাসিল ও খোশামোদ করিয়া মজবুত ধর্মের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি ও আপত্তি উত্থাপন করিয়া সরল ও নির্বোধ লোকদিগকে ধোঁকা দিতেছে। এই মহীয়ান বাদশাহ যখন আপনার কথা ভালভাবে শ্রবণ ও গ্রহণ করতে পারেন বলিয়া প্রমাণ হয়, তখন ইহা বড় দৌলত হইবে যে, আপনি প্রকাশ্যে বা ইশারা-ইংগিতে—আহ্‌ল-ই-সুন্নাতুল জামাতের আকীদাগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ 'কলিমা-ই-হক' তথা কলিমা-ই-ইসলামকে তাহার কর্ণে পৌছাইয়া দেন এবং যতদূর সম্ভব আহ্‌ল-ই-হকের কথাগুলি তাহার সম্মুখে পেশ করেন। আর সব সময় এইরূপ সুযোগ প্রাপ্তির জন্য আশান্বিত থাকুন, যাহাতে মযহাব ও মিল্লাতের বিষয় আলোচনা আরম্ভ হইয়া যায়। কুফর যে বাতিল, ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং সত্য এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই কুফরী পছন্দ করেন না। নির্ভীকচিত্তে ইহার অসারতা প্রকাশের সংগে সংগে অনতিবিলম্বে ইহাদের মিথ্যা মা'বূদগুলির অসারতা প্রমাণপূর্বক মা'বূদ-বরহক বা সত্য মা'বূদকে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার।

বস্তুত কাফিরদের ধর্ম বাতিল এবং মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি হক ও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সে বিভ্রান্ত ও কুপথগামী। একমাত্র সরল পথ হইতেছে—হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফা-ই-রাশেদীনের প্রদর্শিত পথ বা তরীকা।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ এখন আমি প্রকৃত ব্যাপার বিধৃত করিতেছি যে, বাদশাহ হইলেন আত্মাসদৃশ এবং অন্য সকল মানুষ শরীর-স্বরূপ। আত্মা সুস্থ থাকিলে যেমন শরীর ভাল থাকে, তদ্রুপ আত্মা রোগাক্রান্ত হইলে শরীরও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কাজেই, বাদশাহের ইসলাহ্ বা সংশোধনের উপরে রাজ্যের প্রজাদের ইসলাহ্ নির্ভরশীল। বাদশাহের ইসলাহ হইতেছে যে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেই প্রকারেই হউক- কলিমা-ই-ইসলামকে যেন তাহার নিকট প্রচার ও প্রকাশ করা হয়। কলিমা-ই-ইসলামের পর সুন্নী জামাত পন্থীদের আকীদাগুলি সময়-সুযোগমত

www.almodina.com

বাদশাহের কানে পৌঁছা দরকার এবং বাতিল মযহাবপন্থীদের রদ বা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। এই সম্পদ হস্তগত হইলে নবী (আ)-গণের মীরাস বা সম্পত্তি হস্তগত হয়। আপনি এই সম্মান বিনাকষ্টে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছেন। কাজেই ইহার কদর বা সম্মান করুন।'[১৫৬]

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের বিশিষ্ট আমীর ক্বালীজ খানের নামে লিখিত এক মাকতূবে (পত্রে) হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাহাকে পরহেযগারী এখতিয়ার ও দীনের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন ঃ

'দ্বিতীয়ত আপনাকে এইজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, লাহোরের ন্যায় বড় শহরে আপনার ব্যক্তিত্বের দরুন শরীয়তের অনেক হুকুম-আহকাম প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে দীন-ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ও শরীয়তের সাহায্য হইয়াছে। এই শহরটি হিন্দুস্থানের সকল শহরের মধ্যে কুতুবে ইরশাদের মর্যাদা রাখে। এই শহরের খায়ের ও বরকত হিন্দুস্থানের সকল শহরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই শহরে দীনের প্রচার ও প্রসার হইলে অন্য সকল শহরে ও স্থানে ইহার প্রচলন হইয়া যাইবে। হক্ সুবহানাহু তা'আলা আপনাকে সাহায্য করুন।[১৫৭]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) অন্য এক মাকতূবে দীনের সাহার্যকারীদের কথা বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে সদাসর্বদা এমন এক জামাত থাকিবে যাহারা জয়ী হইয়া সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তাহাদের বিপক্ষদল কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না।'[১৫৮]

হযরত মুজাদ্দিদ (র) খান জাহানকে অন্য এক পত্রে দীন-ইসলামের তাজদীদের কাজে নিজেকে নিয়োগ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন ঃ

'.......নশ্বর দুনিয়ার মিষ্টতা ও নিয়ামতগুলি ভাল মনে হয়, যদি তন্মধ্যে দীনের তাবলীগ ও আমল থাকে। অন্যথায় ইহা ধ্বংসাত্মক প্রাণহরণকারী হলাহল সদৃশ—যাহা চিনির সহিত মিশ্রিত এবং যদ্বারা অন্ধ ও অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করা হইয়া থাকে।

পার্থিব মিষ্টতার প্রাণ সংহারী বিষের সংশোধন যদি হাকীমে মতলক জাল্লা শানুহুর বিষ সংহারকের দ্বারা করা হয় অর্থাৎ শরীয়তের আহ্কামের তিক্ততা ও মিষ্টতা দ্বারা যদি ইহার প্রতিরোধ করা হয়, তবে অতি সহজ ও সহজের উপর প্রতিষ্ঠিত এইরূপ সামান্য সংস্কারের দ্বারা চির সুখের স্থান হাসিল করা সম্ভব হয়।

www.almodina.com

যাহা হউক, ছোট বাচ্চাদের মত বাদাম ও আখরোটের লালসার শিকার না হইয়া প্রত্যেক অবস্থায় বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা সহকারে কর্ম সম্পাদন করা উচিত। সামনে এখন যে খিদমত আছে, উহা যদি শরীয়ত-ই মুস্তফা (সা)-এর অনুসরণের সহিত সম্পাদন করা হয়, তবে এই খিদমত নবী (আ)-গণের খিদমতের অনুরূপ হইবে এবং ইহার দ্বারা ইসলাম আরো গৌরবান্বিত হইবে।

আমাদের ন্যায় ফকীরগণ যদি বৎসরের পর বৎসর ব্যাপী জীবন বিসর্জন দিয়াও চেষ্টা করে, তাহা হইলেও আপনাদের ন্যায় বাহাদুরদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না।[১৫৯]

দীনের কাফেলায় শরীক হইয়া তাজদীদের কাজে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাঁহার অন্যতম মুরীদ বিশিষ্ট উমরাহ্ শায়খ ফরীদকে একটি নাতিদীর্ঘ পত্রে লিখিতেছেন ঃ

'মানুষের আত্মার সহিত তাহার দেহের যেরূপ সম্পর্ক, ঠিক অনুরূপ সম্পর্ক বাদশাহ্ ও তাঁহার রাজত্বের প্রজাদের সহিত বিদ্যমান।' আত্মা ভাল থাকিলে যেরূপ দেহও ভাল থাকে, ঠিক তেমনি আত্মার মধ্যে গোলযোগ শুরু হইলে শরীরের মধ্যেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এইভাবেই রাজত্বের মংগল ও কল্যাণ বাদশাহের ভাল হওয়ার উপর নির্ভর করে এবং বাদশাহ খারাপ হইলে রাজত্বের অমংগল অপরিহার্য।

আপনি জ্ঞাত আছেন যে, বিগত যামানায় (আকবরের সময়) মুসলামনদের উপর দিয়া কি কি মসীবত চলিয়া গিয়াছে। অতীতে কাফিরগণ জয়ী হইয়া দারুল ইসলামে কুফরী হুকুম-আহ্কাম জারি করত। অপর পক্ষে সেখানে মুসলমানগণ ইসলামী হুকুম-আহ্কাম জারি করতে অপারক ছিল। এমন কি, তাহারা ইসলামী হুকুম জারি করতে সচেষ্ট হইলে তাহাদের কতল করা হইত।

বড়ই আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার মাহবুব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বেইয্যত ও অপদস্থ এবং তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসীগণ সম্মানী ও বিশ্বাসভাজন। মুসলমানগণ আহত হৃদয়ে ইসলামের জন্য শোক উদ্‌যাপন করত এবং শত্রুগণ হাসি-তামাশা করিয়া তাহাদের যখমের উপর লবণ ছিটাইয়া দিত। হিদায়তের সূর্য গুম্‌রাহীতে ঢাকা পড়িয়াছিল এবং সত্যের আলো মিথ্যার পর্দায় ঢাকা পড়িয়াছিল। আজ ইসলামী রাজত্বের উন্নতি এবং মুসলমান বাদশাহ্‌র (জাহাঙ্গীরের) সিংহাসন আরোহণের সুখবর সর্বশ্রেণীর লোকের কর্ণে পৌঁছিয়াছে। বাদশাহ্‌র মদদগার ও সাহায্যকারী হওয়া এবং শরীয়ত প্রচার ও ধর্মকে শক্তিশালী কল্পে তাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করা মুসলামনগণ নিজেদের উপর কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে—এই সাহায্য ও শক্তি যোগানো মুখেই হউক অথবা বাহুবলে। সবচেয়ে বড় সাহায্য হইতেছে, কিতাব, সুন্নত ও ইযমা-ই-উম্মতের তরীকা অনুযায়ী

www.almodina.com

শরীয়তের মসলা-মাসায়েলগুলি বর্ণনা করা এবং প্রয়োজনীয় আকীদাগুলি প্রকাশ করা, যাহাতে কোন বিদ'আত ও গুমরাহী মধ্যখানে উপনীত হইয়া পথভ্রষ্ট না করতে পারে এবং কর্ম পণ্ড না করে। শরীয়তের ব্যাপারে এই প্রকারের সাহায্যই হইতেছে আখিরাতের নাজাত কামনাকারী হকপন্থী 'আলিমগণের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। দুনিয়াদার 'আলিমগণ এই নিকৃষ্ট দুনিয়াকে সর্বতোভাবে কামনা করে। তাহাদের সংগলাভ মারাত্মক হলাহল সদৃশ এবং তাহাদের সৃষ্ট ফিত্না-ফাসাদ সংক্রামক ব্যাধির মত। কবির ভাষায় ঃ

ভোগ বিলাসের সুখ-সায়রে যে 'আলিম রয় নিতি,
পথহারা সে, কাহারে দানিবে সুপথের পরিচিতি?

বিগত যামানায় যে সমস্ত মসীবত ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আপতিত হইয়াছিল, তাহার অন্যতম কারণ ছিল এই দলের অপকর্ম। প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ (আকবর)–কে ইহারাই গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। গুমরাহীর ৭২টি পথ অবলম্বনকারীদের পরিচালনাকারী ও পেশ ইমামও হইতেছে এই সমস্ত নিকৃষ্ট 'আলিমগণ। 'আলিম ব্যতিরেকে এইরূপ লোক বিরল, যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহাদের গুমরাহীর প্রভাব অন্য লোক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই যুগে সূফীদের পোশাক পরিহিত অধিকাংশ মূর্খ লোক 'আলিম সাজিয়াছে এবং তাহাদের প্রচারিত ফিত্না-ফাসাদ সংক্রামক ব্যাধির মত। কোন ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি শরীয়তের ব্যাপারে কোন প্রকার সাহায্য না করে এবং ইহার ফজল ইসলামী বিধানগুলি বাস্তবায়নে ক্রটি ঘটে, তবে এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এই নিঃস্ব ফকীরও নিজেকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় সাহার্যকারীদের দলভুক্ত করিয়া এই ব্যাপারে চেষ্টা করতে চায়। কেননা কথিত আছে ঃ 'যে কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে—সে তাহাদেরই দলভুক্ত।' এই হাদীসের মর্মানুযায়ী এই ফকীর ঐ সমস্ত বুযুর্গের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইতে চায়। হযরত ইউসূফ (আ)-কে বিক্রয় করিবার কথা প্রচারিত হইলে একজন বৃদ্ধা রমণীও কিছু রশি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সেও হযরত ইউসূফ (আ)-এর খরিদ্দারদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে এবং তাহার সামর্থ্য ছিল ঐটুকুই। এই ব্যাপারে আমি নিজেকে উক্ত বৃদ্ধা রমণীর মতই মনে করিতেছি। ইনশাআল্লাহ্ ফকীর শীঘ্রই আপনার নিকট হাজির হওয়ার খাহেশ রাখে। আপনার নিকট ইহাই কামনা করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপনাকে বাদশাহর পুরাপুরি নৈকট্য দান করিয়াছেন, এমতাবস্থায় আপনি প্রকাশ্যে ও গোপনে-পূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীয়তের প্রচার কার্যে সচেষ্ট হইবেন এবং মুসলমানদেরকে এই দুরবস্থা হইতে অব্যহতি প্রদান করবেন।[১৬০]

www.almodina.com

দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) শায়খ ফরীদকে পুনরায় লিখিতেছেন ঃ

সৃষ্টির সেরা আম্বিয়া (আ) গণমানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত দীনের তথা শরীয়তের আহবান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই কাজে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। এই সমস্ত বুযুর্গ প্রেরণের উদ্দেশ্য হইল—শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। কাজেই শরীয়তের প্রচলন করা, বিশেষ করিয়া এই সময়ের মধ্যে, যখন ইসলামের রীতি-নীতি ধসিয়া পড়িয়াছে; তখন ইহার হুকুমগুলির কোন একটিকে জীবিত করার চেষ্টা করাই সর্বোত্তম কাজ। শরীয়তের কোন একটি বিধান প্রচলনের মুকাবিলায় কোটি কোটি টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার সমান নয়। কেননা, এই কাজটি সৃষ্টির সেরা নবী (আ)গণের অনুসরণের পর্যায়ভুক্ত এবং এই কাজ করার অর্থ হইল ঐ সমস্ত বুযুর্গের সহিত শরীক হওয়ার সমতুল্য।'[১৬১]

একই রূপে, অপর এক পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ (র) শায়খ ফরীদকে লিখিতেছেন : 'আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ এই যে, আহল-ই-বায়তের বুযুর্গ আওলাদগণের মাধ্যমে শরীয়তের হুকুম-আহকামগুলি প্রচার লাভ করুক। ইহাই হইতেছে প্রকৃত কাজ। ইহা ব্যতীত অন্য সবই মূল্যহীন। গুমরাহীর এই তুফানের মধ্যে দূরবস্থাগ্রস্ত মুসলমানদের নাজাতের আশা আজও নবী করীম (সা)-এর আহল-ই-বায়তের কিশ্তীর উপর নির্ভর করিতেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

'আমার আহল-ই-বায়তের উদাহরণ হযরত নূহ (আ)-এর কিশ্তীর অনুরূপ। যাহারা ইহাতে আরোহণ করিয়াছে, তাহারা নাজাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা উহা হইতে দূরে রহিয়াছে, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

কাজেই এই সৌভাগ্য হাসিল করিবার জন্য স্বীয় উচ্চ হিম্মতকে পূর্ণভাবে মিল্লাতের পুনর্জীবিতকরণ ও শরীয়তের প্রচলন কার্যে নিয়োজিত করার একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'আলার ফজলে বুযুর্গী ও সম্মান ও শান-শওকত সমস্ত কিছুই আপনি লাভ করিয়াছেন। ইহার সহিত যদি এই নিয়ামতটি প্রাপ্তির সুযোগ লাভ হয়, তবে সৌভাগ্যের ময়দানে আপনিই সর্বাগ্রে সফলতা লাভ করবেন। এই অধম দীনের সাহায্য ও শরীয়তের প্রচলন সম্পর্কে এই শ্রেণীর কথা পেশ করিবার জন্য আপনার নিকট হাজির হইবার ইচ্ছা পোষণ করে।'[১৬২]

উপরোক্ত পত্রগুলির দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) বাদশাহের সংশোধনের আগে সরকারী কর্মচারীদের ইসলাহীর প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভব করেন। কেননা, তাঁহার ধারণানুযায়ী সেই যুগে প্রচলিত

www.almodina.com

সমস্ত প্রকার ফিত্‌না-ফাসাদের অন্যতম কারণ ছিল সরকারী শাসনযন্ত্র পরিচালনাকারী এই সমস্ত জাঁদরেল আমলাগণ।

বস্তুত হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) কর্তৃক সংগঠিত সংস্কার আন্দোলন-এর মধ্যে শায়খ ফরীদ ছিলেন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাঁহার মনোবল বৃদ্ধির জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার নিকট সর্বমোট ২২ খানি পত্র লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে দীনের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব তুলিয়া ধরিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকে শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচার ও প্রসারে অংশগ্রহণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এক মাক্‌তূবে (পত্রে) তাঁহাকে লিখিতেছেন ঃ

'আজকাল ইসলাম বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। এখন ইহার শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি পয়সা ব্যয় করা কোটি কোটি টাকা খরচের চাইতেও উত্তম। দেখা যাক, কোন্ বাহাদুর এই বড় সম্পদটি লাভ করেন। সাধারণত দীনের প্রচার ও উহার শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি অগ্রসর হইলে উহা উত্তম। কিন্তু বর্তমান অসহায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ন্যায় আহ্‌ল-ই-বায়তের বাহাদুরদের পক্ষে দীন প্রচার ও ধর্মে সাহায্য করা খুবই শোভনীয় এবং ইহা আপনাদের মত লোকদেরই বিশেষ কাজ। কেননা এই ধর্মরূপ মহাধনটি আপনাদেরই গৃহের বস্তু। আপনাদেরই বদৌলতে অন্য সকলে এই সম্পদ হাসিল করিয়াছেন। এই মহা খিদ্‌মতের সুষ্ঠু সম্পাদনই হইতেছে-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাকিকী বা সত্য-তরীকার উত্তরাধিকারিত্ব। ইহাই সেই সময়, যাহার সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সাহাবাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

'আজ এই সময় যদি তোমরা আদেশ ও নিষেধের (আমর ও নেহী) এক-দশমাংশও পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার পর এমন এক সময় আসিবে, যখন এক-দশমাংশ সম্পাদন করিলেই লোকেরা নাজাত পাইবে।'

এই দীর্ঘ পত্রের শেষাংশে হযরত মুজাদ্দিদ (র) আরো লিখিতেছেন ঃ 'বর্তমানে ইসলামের বাদশাহ্‌র (জাহাঙ্গীর) মনোযোগ কাফিরদের দিকে নাই। তাই, এখন মুসলমানদের জন্য জরুরী হইতেছে কুফরী-রুসমাতের বা রীতি-নীতির দোষক্রটিগুলি পূর্ণরূপে বাদশাহের গোচরীভূত করা। এই ব্যাপারে আপনি প্রয়োজনবোধে কোন 'আলিমকে সংগী করিয়া লইবেন। শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম জারি করিবার জন্য কোন কারামত প্রকাশ করা জরুরী নয়। যদি লোককে বুঝাইবার জন্য এবং দীনের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য কোন জামাতকে কষ্টভোগ করতে হয়, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্য বটে। নবী (আ)-গণ কি কষ্ট ভোগ করেন নাই? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

www.almodina.com

অর্থাৎ 'আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোন নবীকে তত কষ্ট দেওয়া হয় নাই।'[১৬৩]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) এই ধরনের অসংখ্য পত্র মাঝে মাঝে বাদশাহের দরবারীগণকে লিখিয়াছেন। মাকতূবাত শরীফে এরূপ বহু মাকতূবের নযীর আছে। এই সকল পত্র কেবলমাত্র বাদশাহের নিকট 'কলিমা-ই-হক' পৌঁছাইবার জন্য এবং তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য বলা হয় নাই বরং ঐ সমস্ত মাকতূবে তিনি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও বিশদভাবে কুফর, শিরক, কাফিরদের রুসমাতের খণ্ডন ও উহার দোষ বর্ণনা এবং ইসলাম ও শেয়ারে ইসলামসহ-ইসলামের তালিম বা শিক্ষাগুলির সমর্থন ও ব্যাখ্যা এরূপভাবে করিয়াছেন, যাহা একজন বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ইসলাহ ও তাঁহার 'আকীদার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। এই মাকতূবগুলি পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, তিনি বাদশাহের ঐ সমস্ত সহচর ও প্রিয়পাত্রদেরকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছিলেন যাহারা রাজ্যের মধ্যে সমধিক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং ইহাদের মাধ্যমে তিনি স্বীয় বক্তব্য সব সময় বাদশাহের কানে পৌঁছাইতে সক্ষম হন।

এই হিকমত বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তিনি বিরাট কামিয়াবী হাসিল করেন, যাহার ফজল অল্প দিনের মধ্যেই বাদশাহের খেয়ালী-ঝোঁকের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত ইসলামের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। অবশেষে ব্যাপারটি এই পর্যায়ে আসে যে, একদা শায়খ ফরীদ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে এই আদেশ লাভ করেন ঃ

'দরবারের জন্য এইরূপ চারজন দীনদার 'আলিম মনোনীত করুন, যাহারা শরীয়তের মসলা-মাসায়েলগুলি লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন; যাহার ফজল শরীয়তের খিলাফ কোন কাজ যেন না হতে পারে।'[১৬৪]

এই খবর হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। কিন্তু তিনি তাহার মুজাদ্দিদসুলভ দূরদৃষ্টিতে তখনই অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, এই সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যেও অতি সূক্ষ্ম আশংকা লুক্কায়িত আছে। তাহার চিন্তাধারায় বাস্তব ঘটনাবলীর পূর্ণচিত্র মওজুদ ছিল এবং এই হাকীকতও তাহার সম্মুখে ছিল যে, বাদশাহ্ আকবরকে কতিপয় নাফ্স-পুরস্ত (নাফ্সের পূজারী) দুনিয়াদার 'আলিম ইসলাম হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া তাহাকে ধর্মচ্যুত করে। আল্লাহ্ না করুন, এই ধরনের 'আলিম পুনরায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে সমবেত হইলে এই সমস্ত মেহনত বরবাদ হইয়া যাইবে। এইজন্য তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ শায়খ ফরীদ ও সদরে জাহানের

www.almodina.com

নিকট দুইখানি পত্র লেখেন। শায়খ ফরীদের পত্রে তাহার দু'আ করার পর এই সুসংবাদ প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাকে ব্যাপারটির সূক্ষ্ম দিক অনুধাবন করিবার জন্য ইংগিত করিয়া লিখিতেছেন ঃ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। মুসলমানদের জন্য ইহা হইতে বড় খুশি আর কি হইতে পারে এবং দুঃখগ্রস্তদের জন্য (দীনের ব্যাপারে) ইহা হইতে খোশ-খবর আর কি হইতে পারে। যেহেতু এই ফকীর এই উদ্দেশ্যে আপনার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সেই জন্য কতিপয় জরুরী বিষয় সম্পর্কে বলা ও লিপিবদ্ধ করা অতিশয় দরকার বলিয়া মনে করে। এইজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি অবগত আছেন যে, গরযওয়ালা ব্যক্তি পাগল হইয়া থাকে। আমি আরয করিতেছি যে, মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলতের প্রতি একেবারে লোভ নাই এবং শরীয়ত প্রচলন ও দীনের পুনরুজ্জীবন ব্যতিরেকে যাহাদের কোন উদ্দেশ্য না থাকে, এরূপ 'আলিম বিরল। ইহা বাস্তব সত্য যে, 'আলিমদের মধ্যে চাকুরী ও মান-সম্মানের প্রত্যাশা থাকিলে সকলেই স্ব-স্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বুযুর্গী প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হইবে। এমতাবস্থায় আসল উদ্দেশ্য বানচাল হইয়া যাইবে। বিগত বাদশাহের (আকবরের) যুগে এইরূপ দুনিয়াদার 'আলিমদের মত-বিরোধই দুনিয়ার বুকে মসীবত আনিয়াছে এবং এখনও এই আশংকা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন নিকৃষ্ট 'আলিমদের ফিত্না ও খারাবী হইতে আমাদের রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে, যদি চারজনের পরিবর্তে একজনও হাক্কানী 'আলিম নির্বাচিত হন, তবে বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কেননা, তাঁহার সংসর্গ পরশমণি তুল্য। যদি কোন খালিস আল্লাহ্ওয়ালা 'আলিম না পাওয়া যায়, তবে বিশেষ চিন্তা ও যাচাই-বাছাইয়ের দ্বারা যাহাকে ভাল মনে হয়, তাহাকে নির্বাচন করবেন। মানুষের মুক্তি যেভাবে 'আলিমগণের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, একইভাবে এই দুনিয়ার ভাল-মন্দ তাহাদের আচার-আচরণের উপর নির্ভরশীল। শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণ সৃষ্টির সেরা এবং নিকৃষ্ট 'আলিমগণ মানবকুলের কলঙ্ক। কেননা, মানবজাতির হিদায়েত ও কল্যাণ তাহাদের উপর নির্ভর করে। একজন বুযুর্গ ইবলিসকে বেকার বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন ঃ ব্যাপার কি? তখন উত্তরে সে বলে ঃ এই সময়ে এক শ্রেণীর 'আলিম আমার কাজ সম্পন্ন করিতেছে। কাজেই মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ করিবার জন্য তাহারাই যথেষ্ট।

আমার উদ্দেশ্য হইল, এই ব্যাপারে খুবই চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কেননা ব্যাপারটি নাগালের বাইরে গেলে আর প্রতিকার সম্ভব হইবে না।[১৬৫]

www.almodina.com

হযরত মুজাদ্দিদ একই ব্যাপারে সদরে জাহানকে যে পত্রখানা লেখেন, উহাও উল্লেখযোগ্য। পত্রে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা এবং তাহাকে দু'আ করিবার পর লিখিতেছেন ঃ

'এইরূপ শ্রবণ করিতেছি যে, ইসলামের প্রতি ঝোঁক হওয়ার কারণে বাদশাহ এখন কিছু 'আলিম' চাহিতেছেন। আল্ হামদুলিল্লাহ্। আপনি সবিশেষ অবগত আছেন যে, বিগত যুগে (আকবরের সময়) যে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা ছিল দুনিয়াদার 'আলিমদের কম্বখ্তির ফল। এই ব্যাপারে আশা এই যে, আপনি ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া দীনদার 'আলিম' নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। অসৎ 'আলিম দীনের জন্য চোরস্বরূপ। মানুষের নিকট হইতে ইয্যত, সম্মান, সর্দারী ও বুযুর্গী হাসিল করা হইতেছে তাহাদের আন্তরিক আশা। তাহাদের ফিত্না হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা উত্তম, তাহারা হইতেছেন মানবশ্রেষ্ঠ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র রাস্তায় তাহাদের লেখনীকে শহীদগণের রক্তের সহিত ওজন করা হইবে এবং তাহাদের লেখনীর পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে। মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হইতেছে নিকৃষ্ট 'আলিম এবং শ্রেষ্ঠ হইতেছেন উত্তম 'আলিম।'[১৬৬]

উপরোক্ত পত্রগুলির দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত যে, হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) তাহার মুজাদ্দিদসুলভ অসামান্য দূরদর্শিতার মাধ্যমে অতি সহজেই হুকুমাতের গতি কুফর, বদ-আকীদা ও রীতি-নীতি হইতে ফিরাইয়া ইসলামের দিকে আনয়ন করেন। তিনি সর্বপ্রথম হুকুমাতের অধিকাংশ আমীর-উমরাহ্দের ইসলাহের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, পরে ইহাদের মাধ্যমে বাদশাহের মধ্যেও পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হন।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) এইরূপ সরকারী ঘাঁটি বিজয়ের পর তাহার দৃষ্টি দুনিয়াদার 'আলিম ও গুমরাহ সূফীদের প্রতি নিবদ্ধ করেন। তাহার প্রথম আঘাতেই ইহাদের অনেক শক্তি শেষ হইয়া যায়। কেননা, হুকুমাতের গতি তাহাদের মনমানসিকতার অনুরূপ থাকায় তাহাদের ফিত্না বৃদ্ধি পাইতেছিল। এক্ষণে, হুকুমাতের ধারা বদলাইয়া যাওয়ার ফজল এই বাতিল শক্তিদ্বয়ও দুর্বল হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত তিনি তাহাদের গুমরাহীর বিরুদ্ধে আলাদাভাবে জিহাদ ঘোষণা করেন।

তৎকালে উলামা-ই-ছু বা অসৎ 'আলিমগণ গুমরাহীর দুইটি দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। যথা ঃ

১. যোগ্যতা ও আল্লাহ্ভীতি না থাকা সত্ত্বেও ইজ্তিহাদের দাবি, কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে অর্থের দিক দিয়া হেরফের করিয়া নতুন 'আকীদা ও ধারণার আবিষ্কার

www.almodina.com

এবং উহার রেওয়াজ ও প্রচার। আবুল ফজল, ফৈজী ও তাহাদের পিতা শায়খ মুবারক সর্বপ্রথম আকবরকে এই পথে আনয়ন করেন, যাহার বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে।

২. বিদ্'আত-ই-হাসানা বা উত্তম বিদ'আতের নামে শরীয়তের মধ্যে নিত্য-নতুন জিনিসের আমদানী।

দীন-ইসলামের উপর যে সমস্ত আঘাত উলামা-ই-ছু বা অসৎ 'আলিমদের পক্ষ হইতে আসিয়াছিল, ইহার অধিকাংশই এই দুইটি দ্বারের মাধ্যমে আগমন করে। এই জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই দুইটি ধ্বংসাত্মক ধারার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। তাহার রচিত মাকতূবাত শরীফে এই দুইটি বিষয়ের বিরুদ্ধে লিখিত ৫০টি মাকতূব মওজুদ আছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কতিপয় মাকতূবের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল।

শায়খ ফরীদের কাছে লিখিত একটি পত্রে এ পর্যায়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র) লিখিতেছেন ঃ

'আহল-ই-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'তের মতানুযায়ী স্বীয় 'আকীদাকে দুরস্ত করা, শরীয়তের হুকুম-আহকাম যাহাদের উপর প্রযোজ্য, তাহাদের উপর প্রথম ফরয। কাজেই যাহাদের উপর শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য, তাহাদের প্রথম কর্তব্য আহল-ই-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'তের 'আলিমদের মতানুযায়ী স্বীয় আকীদা দুরস্ত করা। কেননা, এই বুযুর্গদের নির্ভুল মতাবলীর অনুসরণের উপরই আখিরাতের নাজাত বা মুক্তি নির্ভর করে। তাহারা ঐ দল, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাহার সাহাবীগণের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বুযুর্গগণ কিতাব ও সুন্নতের নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য 'ইলমগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, প্রত্যেক বিদ'আতী ও গুমরাহ্ ব্যক্তি স্বীয় বাতিল মতবাদকে নিজের খেয়াল অনুযায়ী গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের অনুসরণ করা অনুচিত।[১৬৭]

হযরত মুজাদ্দিদের অন্যতম মুরীদ শায়খ আমানুল্লাহ্‌কে লেখা এক পত্রে এ ব্যাপারে তিনি বলিতেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সত্য হিদায়েত দান করুন এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর সুদৃঢ় রাখুন। আপনার জানা উচিত যে, তরক্কীর প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ আকীদা অন্যতম। ইহাকে সুন্নতপন্থী আলিমগণ কিতাব ও সুন্নাহ্ এবং সলফ-ই-সালেহীনের কার্যাবলী দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন। আহল-ই-সুন্নত ওয়াল জামা'তের অধিকাংশ 'আলিম কুরআন ও হাদীসের অর্থ যেরূপ করিয়াছেন, উহা গ্রহণ করতে হইবে এবং উহা খুবই জরুরী। যদি এইরূপ মনে করা হয়, যে সমস্ত 'আলিম কোন ব্যাপারে তাহাদের লব্ধ জ্ঞান দ্বারা

www.almodina.com

যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কাশ্ফ ও ইলহামের বিপরীত। এমতাবস্থায় কাশ্ফ ও ইলহামপ্রাপ্ত জ্ঞান নয় বরং ঐ সমস্ত 'আলিমদের মতামতই গ্রহণীয়।

প্রত্যেক বিদ'আতী ও গুমরাহ্ ব্যক্তি আকীদাগুলিকে নিজ ধারণা অনুযায়ী কুরআন ও হাদীস শরীফ হইতে বাহির করিয়া থাকে। বস্তুত কুরআন মজীদের শান হইতেছে ঃ

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهِ كَثِيْرًا .

অর্থাৎ ইহার দ্বারা অনেকে গুমরাহ্ ও অনেকে হিদায়তপ্রাপ্ত হয়। [সূরা বাকারা]

আমার দাবি হকপন্থী 'আলিমগণের হৃদয়ঙ্গমকৃত অর্থই নির্ভরযোগ্য এবং উহার বিপরীত কাহারও হৃদয়ঙ্গমকৃত অর্থ নির্ভরযোগ্য নহে। উক্ত দাবি এই জন্য যে, 'আলিমগণ এই অর্থগুলিকে সাহাবা-ই-কিরাম ও সল্ফ-ই-সালেহীনের ফয়্যাতের করুণা হইতে হাসিল করিয়াছেন। এইজন্য চিরন্তন নাজাত ও সাফল্য তাহাদেরই সহিত জড়িত এবং প্রকৃতপক্ষে ইহারাই আল্লাহ্র দল এবং আল্লাহ্র দলই বিজয়ী।'[১৬৮]

অপরপক্ষে বিদ'আতে হাসানার মতবাদ, যাহার অন্তরালে নফসের পূজারী 'আলিমগণ স্বীয় নফসানী খাহেশগুলিকে ধর্মের অংশ হিসাবে বানাইয়া রাখিয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর দৃষ্টিতে ইহা খুবই মারাত্মক ও বিপজ্জনক ছিল। সেইজন্য তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছেন এবং নির্ভীক চিত্তে সম্পূর্ণ মুজাদ্দিদসুলভ বিচারে কোন বিদ'আত 'হাসানা' হওয়ার পর্যায়ভুক্ত নয় বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এ সম্পর্কে তিনি মুফতী খাজা আবদুর রহমানকে একটি পত্রে লিখিতেছেন ঃ এই ফকীর বড়ই বিনয়ের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই দু'আ করে যে, দীনের মধ্যে যে সমস্ত নতুন বিষয় আমদানী করা হইয়াছে, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার খলীফাগণের (রা) সময় মওজুদ ছিল না—যদিও উহা আলোর ন্যায় উষাকালীন শুভ্রতার মত পরিদৃষ্ট হয়, তবুও এই ফকীরকে যেন তিনি উহাতে জড়িত না করেন। ... তাহারা বলিয়া থাকে যে, বিদ'আত দুই প্রকারের ঃ বিদ'আতে হাসানা ও বিদ'আতে সাইয়িআ। এই ফকীর উক্ত বিদ'আতদ্বয়ের মধ্যে কোনটিতেই সৌন্দর্য ও নূরানীয়াত অবলোকন করে না। বরং ইহাতে অন্ধকার ও কদর্যতা ব্যতীত কিছুই অনুভব করে না। কেননা, সাইয়্যেদুল বাশার মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যাহারা আমার দীনের মধ্যে এরূপ কিছু আমদানী করে, যাহা উহাতে নাই, উহা বর্জনীয়। কাজেই, যাহা বর্জনীয় উহাতে সৌন্দর্য কি প্রকারে হইতে পারে?

www.almodina.com

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'তোমরা নিজেদেরকে নতুন আমদানীকৃত বিষয়গুলি হইতে রক্ষা কর; কেননা প্রত্যেক নতুন আমদানীকৃত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী।'

কাজেই, যখন প্রত্যেক নতুন আমদানীকৃত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত গুমরাহী, এমতাবস্থায় বিদ'আতের মধ্যে সৌন্দর্যের কি অর্থ!'[১৬৯]

এ ব্যাপারে হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাহার অন্যতম মুরীদ মীর নু'মানের কাছে লিখিত এক পত্রে বলিতেছেন ঃ 'সুন্নতের রওশন নূরকে বিদ'আতের অন্ধকার ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং নতুন আমদানীকৃত বিষয়াদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দীনের সৌন্দর্যকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা হইতেও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কেহ কেহ এই নতুন আমদানীকৃত জিনিসগুলিকে 'বিদ'আতে হাসানা' মনে করে এবং ইহার দ্বারা দীনের পরিপূরণ করতে চাহে। তাহারা এইগুলি প্রতিপালনের জন্য লোকদিগকে উৎসাহিতও করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সরল পথের দিহায়ত দান করুন। কিন্তু তাহারা জানে না যে, দীন-ইসলাম এই বিদ'আতগুলির পূর্বেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে ও পূর্ণ নিয়ামতপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করিয়াছে। কুরআনের ভাষায় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

অর্থাৎ 'আজ আমি দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং স্বীয় নিয়ামতরাজিও তোমাদের জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং দীন ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।'

সুতরাং এই বিদ'আতগুলির দ্বারা দীনের পরিপূর্ণতা অনুসন্ধান করা প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াত শরীফের মর্মকে অস্বীকার করারই শামিল।'[১৭০]

বাদশাহ আকবরের সময় গুমরাহ সূফীগণ ছিলেন মাযহাবী ফিত্‌নার তৃতীয় উৎস। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) ইহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত করেন। এই সময়ের অধিকাংশ সূফী 'ওহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদের অনুসারী হওয়ায় 'ইত্তেহাদ' বা আল্লাহর সহিত একত্রিত হওয়া এবং 'হলুল' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র মধ্যে প্রবেশ করা—এই মতবাদে বিশ্বাস করত। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) ইহাদের বিরুদ্ধেও কঠোর সংগ্রাম করেন এবং নির্ভীক চিত্তে এইরূপ 'আকীদা পোষণকারীদের মুলহিদ ও যিন্দীক হিসাবে চিহ্নিত

www.almodina.com

করেন। তিনি এই সম্পর্কে শায়খ আবদুল 'আযীয জৌনপুরীকে এক পত্রে লিখিতেছেন ঃ

'মুম্‌কিনকে' (সৃষ্ট বস্তু) 'ওয়াজীব' (আল্লাহ্) মনে করা এবং উক্ত মুম্‌কিনের কার্যাবলী ও গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র কার্যাবলী ও গুণাবলী হিসাবে মনে করা খুবই বেয়াদবী বরং ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী অস্বীকারের শামিল।'

অতঃপর তিনি উক্ত পত্রে মূল বিষয়টি তথা 'ওহ্‌দাতুল ওজূদ' বা 'একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিদ্যমান'-এই মতের সংশোধন ও তৎসহ উহাতে শায়খ মহীউদ্দিন ইবনুল 'আরাবী ও অন্যান্য মতামত বিশ্লেষণ করিবার পর শেষের দিকে লিখিতেছেন ঃ

'ইত্তেহাদ' [একত্রিত হওয়া] ও 'আইনিয়াত' [হুবহু আল্লাহ্‌র মত হওয়া]তো দূরের কথা, এই দুনিয়ার কোন জিনিসের সহিত আল্লাহ্‌র কোন সমাঞ্জস্য নাই। আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি জগত হইতে অমুখাপেক্ষী এবং তিনি ইহা হইতে দূরে-বহু দূরে। আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি জগতের অনুরূপ ও মুত্তাহিদ মনে করা, এমন কি আল্লাহ্‌র সহিত কোন জিনিসকে সম্পর্কিত করা এই ফকীরের নিকট বড়ই বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর। আসল ব্যাপার হইল, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, উহা হইতে তিনি অবশ্যই পাক-পবিত্র ও মহান।'[১৭১]

তিনি এ সম্পর্কে মীর সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ্ মানিকপুরীকে এক পত্রে লিখিতেছেন ঃ

'খবরদার, কখনও সূফীদের এইরূপ বেহুদা কথায় মুগ্ধ হইবে না এবং যে আল্লাহ্ নায়, তাহাকে আল্লাহ্ মনে করবে না।'[১৭২]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) একদিকে যেমন এই বিপথগামীদের দোষত্রুটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং এরূপ আকীদা পোষণকারীদের মুলহিদ ও যিন্দীক আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন, অপরদিকে 'ওহ্‌দাতুল ওজূদ' বা 'হামা-উস্তের' মতবাদ পোষণকারী বড় বড় বুযুর্গ মাশায়েখদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ শব্দ হইতে তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে সৃষ্টি জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, উহার সবই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের বিকাশ মাত্র। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ওজুদ বা অস্বিত্বই আসল এবং বাকি সব সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব 'জিল্লী' বা ছায়া মাত্র। এই মর্মে হযরত মুজাদ্দিদ (র) হাজী মুহাম্মদ মু'মিনের পুত্র মুহাম্মদ সাদিকের নিকট এক পত্রে লিখিতেছেন ঃ

'মুহতারাম সূফীদের মধ্যে যাহারা 'ওহদাতুল-ওজূদের' মতবাদে বিশ্বাসী এবং 'হামা-উস্ত' বা সবই তিনি' বলিয়া থাকেন, ইহা হইতে তাহাদের উদ্দেশ্য এইরূপ

www.almodina.com

কখনই নয় যে, সমস্ত মখলুক সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ রক্ষা করুন! বরং তাহারা 'তানজীহ' অর্থাৎ পবিত্রতার মরতবা হইতে নিচে নামিয়া 'তাশবীহ'-সামঞ্জস্য করার স্থানে উপনীত হইয়াছেন এবং ওয়াজীবকে মুম্‌কীনের অর্থাৎ স্রষ্টাকে সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার সবই কুফর, ইলহাদ ও গুমরাহীর অন্তর্ভুক্ত। বরং 'হামা-উস্তের' অর্থ হইল 'সবই নিস্ত' বা কিছুই নাই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই মওজুদ। তিনি বড়ই মহান ও পবিত্র।[১৭৩] এতদসম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) মাকসূদ আলী তাবরীযীর নিকট লিখিত এক পত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মনসুর হাল্লাজ বলিয়াছিলেন ঃ 'আনাল হক' বা 'আমিই হক' বা আল্লাহ্। হযরত বায়জীদ বুস্তামী (র)-এর যবান হইতে বাহির হইয়াছিল ঃ 'সুবহানী মা আ'জামা শানী' অর্থাৎ 'আমি কত পবিত্র এবং আমার শান কত মহান'! এবং তিনি আরো বলেন ঃ লিওয়ায়ী আরফাউ মিন লিওয়ায়ে মুহাম্মদ' অর্থাৎ 'আমার পতাকা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পতাকা হইতেও উচ্চ।' অতঃপর হযরত মুজাদ্দিদ (র) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

'যেইভাবে বাহ্যিক শরীয়তের মধ্যে ইসলাম ও কুফর আছে, অনুরূপভাবে তরীকতের মধ্যেও ইসলাম ও কুফর বিদ্যমান। শরীয়তের মধ্যে কুফর যেমন ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য, তেমনি তরীকতের মধ্যেও কুফর খুবই খারাপ এবং ইসলাম পূর্ণ পরিপক্ব। 'কুফরে তরীকত' বলা হয় 'জম'আর' বা সমন্বয়ের মাকামকে এবং এই মাকামে হক ও বাতিলের তারতম্য উঠিয়া যায়। কেননা, এই মাকামে সালিক [আল্লাহ্‌র পথে বিচরণকারী] ভালমন্দরূপে আয়নাগুলির মধ্যে একমাত্র তাহার মাহবুবের বা প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকে। কাজেই সালিক ভাল-মন্দ পূর্ণতা ও অপূর্ণতাকে তাওহীদের ছায়া এবং বিকাশ ছাড়া আর কিছুই অবলোকন করে না। ফজল সে সকলের সহিত সন্ধির মাকামে থাকে এবং সকলে সত্য পথে আছে বলিয়া মনে করে, কখনও কখনও সে বিকাশকে আইন মনে করিয়া সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ মনে করে এবং প্রতিপালকের প্রতিপালক মনে করে। এই প্রকারের ফুল 'জম'আর' বা সংমিশ্রণের মাকামে ফুটিয়া থাকে।

তরীকতের কোন মাশায়েখ আল্লাহ্‌র মুহব্বতে বিভোর হইয়া মাঝে মধ্যে এইরূপ শরীয়ত বিরোধী অসংগত উক্তি করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কুফরে-তরীকতের মাকামে আছেন এবং ইহা কুফর ও বেতমীযীর মাকাম। কিন্তু যে সমস্ত বুযুর্গ প্রকৃত ইসলামের নিয়ামতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এ ধরনের বাক্যালাপ হইতে পবিত্র। তাঁহারা জাহিরী ও বাতিনীভাবে নবী (আ)-গণের অনুসরণ করেন এবং তাঁহাদেরই সহচর হইয়া থাকেন। কাজেই, যে ব্যক্তি শরা-বিরোধী কথা বলে এবং

www.almodina.com

সকলের সহিত দোস্তী রাখিতে চাহে ও সকলে হক পথে আছেন বলিয়া ধারণা করে এবং আল্লাহ্ ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে না ও দুইয়ের ওজুদের বিশ্বাসী নয়, এইরূপ ব্যক্তি যদি 'মাকামে জমআ' পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে এবং কুফরে-তরীকত হাসিল করে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সকলকে ভুলিয়া যাওয়ার মাকাম হাসিল করে তবে এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট মকবুল। এমতাবস্থায় তাহার বেহুঁশ অবস্থার অসংগত উক্তিগুলির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া শরীয়ত সংগত অর্থ করতে হইবে। যেমন আনাল হক-এর অর্থ হইতেছে-'আমি মওজুদ নহি এবং একমাত্র হকই মওজুদ।'

যদি কেহ এইরূপ হাল (অবস্থা) হাসিলের পূর্বে এবং কামালিয়াতের (পূর্ণতার) প্রথম ধাপে পৌঁছানো ব্যতিরেকে এই ধরনের অসংগত কথা বলে এবং সকলকে সত্য পথের উপর বলিয়া বিশ্বাস করে ও হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য না করে তবে এইরূপ ব্যক্তি যিন্দীক ও মুলহিদ। শরীয়তকে বাতিল করাই ইহার উদ্দেশ্য। বিশ্বের রহতস্বরূপ নবী (আ)-গণের দাওয়াতকে মিটাইয়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই, এই শ্রেণীর শরার খেলাফ উক্তিগুলি হকপন্থী ও বাতিলপন্থী-উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি হইতেই প্রকাশ হইয়া থাকে। হকপন্থীদের জন্য ইহা আব-ই-হায়াত এবং বাতিলপন্থীদের জন্য ইহা ধ্বংসাত্মক বিষসদৃশ। যেমন, নীল দরিয়ার পানি বনী-ইসরাঈলের জন্য সুমধুর ছিল কিন্তু কিবতীদের জন্য উহা ছিল রক্তসদৃশ।

এই মাকামে অধিকাংশ সালিকের পদস্খলন হয়। অনেক মুসলমান 'আরবাবে শুকর' বা বেহুঁশ অবস্থা প্রাপ্তগণের উক্তিগুলি অনুসরণ করিয়া সৎ পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গুমরাহ হইয়া যায় এবং স্বীয় দীনকে বরবাদ করে। ইহারা জানে না যে, এই শ্রেণীর উক্তিগুলি কবূল হওয়া কতিপয় শর্তের সহিত সম্পৃক্ত, যাহা বেহুঁশী অবস্থা প্রাপ্তগণের মধ্যে মওজুদ আছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। এই শর্তগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হইতেছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছুকে ভুলিয়া যাওয়া এবং ইহাই কবূল হওয়ার মাকাম। হকপন্থীগণ শুকর ও মস্তী এবং বেতমীযী হওয়া সত্ত্বেও সামান্য পরিমাণও শরা-বিরোধী কাজ করেন না। মনসূর হাল্লাজ 'আনাল হক' উক্তি করা সত্ত্বেও জেলখানায় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় প্রতি রাতে পাঁচ শত রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন এবং জালিমদের প্রদত্ত হালাল খাদ্যও গ্রহণ করতেন না। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীদের জন্য শরীয়ত পালন যেন কোহেকাফ বা ককেসাস পর্বতের ভার সদৃশ।[১৭৪]

উল্লিখিত বুযুর্গ ওলীগণ কর্তৃক আল্লাহ্র মুহব্বতের জোশে শুকর বা বেহুঁশী ও 'গালবায়ে-হাল বা হালের আতিশয্যবশত বর্ণিত উক্তিগুলি দ্বারা আকবরী আমলের গুমরাহ তরীকতপন্থীগণ প্রমাণ করতে চেষ্টা করত যে, 'শরীয়ত আওর হায়, তরীকত আওর' অর্থাৎ 'শরীয়ত ও তরীকত দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস।'

www.almodina.com

তরীকতপন্থীগণের কোন কোন সময় রিয়াযত (সাধনা) করা কালীন বিচিত্র ও আশ্চর্য ধরনের কাশ্‌ফ বা বিশেষ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। কেহ্ কেহ্ ইহাতে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া ইহাকেই আল্লাহ্-প্রাপ্তির শেষ ধাপ মনে করিত। এই শ্রেণীর ধোঁকাবাজ বেশরা ফকীরকে সাধারণ লোক পীরের মর্যাদায় সমাসীন করাইত। ইহাদের দ্বারা কেবল সাধারণ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার ভাল লোকও গুমরাহ্ হইত।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) 'ওহ্দাতুল ওজুদ' মতবাদীদের এই শ্রেণীর শব্দের অন্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ নিম্নে একটি মাকতূবের অংশবিশেষ পেশ করা হইল।

এ সম্পর্কে শায়খ সূফীকে লিখিত এক মাক্তূবে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিতেছেন ঃ 'কতিপয় সূফী-ই-কিরাম হইতে মুহব্বতের আতিশয্যবশত এই ধরনের উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা, মুহব্বতের প্রভাব প্রেমিকের দৃষ্টি হইতে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর সব কিছুকেই বিলীন করিয়া দেয় এবং প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিরীক্ষণ করে না। ইহার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবিকপক্ষে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কেহই থাকে না-কেননা, ইহা বাস্তব জ্ঞান ও শরা-বিরোধী ব্যাপার।[১৭৫]

মোটকথা হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) একদিকে 'ওহ্দাতুল-ওজূদ' বা 'হামা-উস্ত' মতবাদ পোষণকারী বুযুর্গগণের উক্তিগুলির উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং অন্যদিকে উহার ঐ সমস্ত খারাবী ও যিন্দীকসুলভ মতবাদকে পরিষ্কারভাবে ইলহাদ ও কুফর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর তথাকথিত গুমরাহ্ সূফীদের একটি বাতিল 'আকীদা ইহাও ছিল যে, মারিফাত হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত জরুরী। মারিফাত হাসিল হইলে আর শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পালনের প্রয়োজন নাই। এই সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) শায়খ বদীউদ্দীনকে এক পত্রে লিখিতেছেন ঃ

'অনেক মূর্খ ও সূফী নামধারী মুলহিদের ধারণা এই যে, একমাত্র খাস-খাস লোকগণ আল্লাহ্ তা'আলার মারিফাত হাসিল করিবার জন্য আদিষ্ট। তাহাদের বক্তব্য হইল, শরীয়ত প্রতিপালনের আসল উদ্দেশ্য মা'রিফাত হাসিল করা। মা'রিফাত হাসিল হইলে আর শরীয়ত প্রতিপালনের প্রয়োজন হয় না। তাহারা তাহাদের দাবির সমর্থনে কুরআন মজীদের এই আয়াত পেশ করিয়া থাকে ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ .

অর্থাৎ তুমি তোমার রবের ইবাদত কর, যতক্ষণ না তোমার একীন বা প্রত্যয় দৃঢ় হয়। [আয়াত, ৯৯ ঃ সূরা হিজর]

www.almodina.com

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার দ্বারা তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইবাদতের শেষ সীমা মা'রিফাত হাসিলের উপর ন্যস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের অপদস্থ করুন, কেননা, ইহারা অতি বড় জাহিল। আরিফগণের জন্য যে পরিমাণ ইবাদতের প্রয়োজন, প্রারম্ভকারীদের জন্য ইহার এক দশমাংশও প্রয়োজন নাই।[১৭৬]

অনুরূপভাবে এই সমস্ত ভণ্ড-সূফীর ধারণা ছিল যে, বাতিন দুরস্ত হইলেই সব উদ্দেশ্য সফল হয়। কাজেই সালাত, সিয়াম ইত্যাদি জাহিরী আমলগুলি আল্লাহ্ ওয়ালাদের জন্য আবশ্যক। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে দীল শূন্য হওয়া এবং শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট শারীরিক নেক আমলগুলি সম্পাদন ব্যতীত আত্মিক নিরাপত্তার দাবি নিছক মিথ্যা, যেমন এই দুনিয়ার শরীর ব্যতীত রূহের অস্তিত্ব অসম্ভব ও ধারণাতীত। বর্তমান যুগে অনেক মুলহিদ এই ধরনের দাবি করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাবীব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তোফায়েলে এই সমস্ত বাতিল 'আকীদা হইতে আমাদের হিফাযত করুন।[১৭৭]

এই সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফতেহ্ খান আফগানীকে লিখিত এক পত্রে বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি জাহিরকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাতিনকে দুরস্ত করতে চায়, সে মুলহিদ বা কাফির। তাহার কোন বাতিনী হাল হাসিল হইলে উহা তাহার জন্য 'ইসতিদরাজ' বা ভেলকিবাজী মাত্র। বাতিনী হালের বিশুদ্ধতা ও কবুলীয়তের চিহ্ন হইতেছে জাহিরীভাবে শরীয়তের বিধানগুলি দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া।'[১৭৮]

অনেক জাহিল ও অন্ধ সূফী সুন্নত ও শরীয়তের তরীকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রিয়াযত বা কঠোর সাধনা করে এবং এই কাজকে তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলিত হইবার জন্য ওসীলাস্বরূপ মনে করে। বর্তমানেও এইরূপ বহু সূফী দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহাদের সম্পর্কে লিখিতেছেন ঃ

'সুন্নত তরীকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকগণ যে সমস্ত রিয়াযত ও মুজাহিদা করে, ইহার কোন মূল্য ও গুরুত্ব নাই। গ্রীক দেশীয় দার্শনিক ও হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিগণ এইরূপ ধ্যান-ধারণা করিয়া থাকে কিন্তু ইহার দ্বারা তাহাদের একমাত্র লোকসান ও ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।'[১৭৯]

ফলকথা, 'ইলম-ই-তাসাউফ সম্পর্কিত এই জাতীয় ইসলাহ্ ছাড়াও হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র) দীন সম্পর্কীয় বহু ব্যাপারে ইসলাহ্ করেন। ইহা অতীব সত্য যে, হাজার বৎসরের আবর্জনা ও পাপ-পঙ্কিলতাকে তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দীন-ইসলামকে নতুনভাবে দুনিয়ার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই জন্যই তিনি 'মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী' খেতাবে ভূষিত হন।

www.almodina.com

এই গ্রন্থের উপসংহারে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কর্তৃক খাজা শরফুদ্দীন হুসায়নীকে লিখিত একটি মাক্তূবের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পেশ করা হইল, যাহাতে তাঁহার তাজদীদী-যিন্দেগীর মূল সুর ঝংকৃত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন ঃ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম। প্রিয় বৎস! অবসর অতি অল্প। ইহা বিশেষ জরুরী যে, যেন আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত আয়ুকে বেহুদা কাজে নষ্ট না করা হয় এবং পূর্ণ জীবন যেন তাহার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় হয়। শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পালন পূর্বক একাগ্রতা সহকারে জামা'তের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা দরকার। তাহাজ্জুদের সালাত যেন পরিত্যক্ত না হয় এবং প্রাতঃকালীন তওবাকে যেন পরিত্যাগ না করা হয়। খরগোসের নিদ্রায় অভিভূত হইও না এবং নশ্বর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হইও না। মৃত্যুকে স্মরণে রাখবে এবং আখিরাতের ভীতি-বিহবল অবস্থাকে সব সময় সম্মুখে রাখবে। মোট কথা, দুনিয়া হইতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক আখিরাতের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করবে। প্রয়োজনমত দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া অবশিষ্ট সময় আখিরাতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। সারকথা, এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য বস্তুর আকর্ষণ হইতে দীলকে মুক্ত রাখবে এবং জাহিরকে শরীয়তের বিধান দ্বারা সুসজ্জিত রাখবে। ইহাই প্রকৃত কাজ, বাকি সবই অর্থহীন।'[১৮০]

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র)-এর বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলনের ইহাই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও মূলকথা।

www.almodina.com

প্রমাণপঞ্জি

১. Smith, V. A. Akbar the Great Mughal. pp. 10-11.
২. Majumder, R. C. An Advanced History of India, P. 438.
৩. Smith. Op. Cit, P. 22.
৪. Ibid, P. 44, Elliot and Dowson, Vol. V. P. 264.
৫. امین احمد رازی – هفت اقلیم ، ورق ب ٥٢١ – انڈیا أفس لائبریری لندن ، ابتھے ٧٢٤
৬. ظهیر الدین بابر – تزك بابری – ص ٦ بمبئی سنة ١٣٠٨ هـ
৭. فیضی سر هندی – اکبر نامه – جلد ١ ص ٨٧ – برٹش میوزیم لندن، اور ئتل ١٦٩
৮. Abdul Ghani, Dr. A History of Persian Language and Literature at the Mughal Coat, 1930 A. D. Ilahabad. Vol. I. P. 7.
৯. نور الدین جهانگیری تزك جهانگری– ص ١١٢– علی گڑه سنه ١٨٦٧
১০. محمد حسین ازاد – دربار اکبری – ص ٧٤٧ – لاهور – سنه ١٩٤٧
১১. نظام الدین احمد– تاریخ الفی – ص ٤٦٢ – الف – انڈیا أفس لائبریری لندن – ابتھے ١١٤
১২. عبد القادر بدایونی – منتخب التواریخ جلد ٢ ، ص ١٧١، کلکته، ١٨٦٥ ع
১৩. کیول رام – تذکرة الامرا ص ١١٢ (الف)، برٹش میوزیم لندن، ایڈیشنل ١٦٧٠٣
১৪. شاهنواز خان ماثر الامراء جلد ٣، ص ٢٥٢، کلکته، ١٨٨٨ ع
১৫. شبلی نعمانی – شعر العجم، جلد ٣، ص ٤٠، ظفر بکڈپو، لاهور
১৬. شاهنواز خان، ایضا، جلد، ٢، ص ٥٦١
১৭. بدایونی، ایضا، جلد ٢، ص ٢٢٧
১৮. بدایونی، ایضا جلد ٢، ص ٢٣٩، ٢٥١، ٣١٠
১৯. بدایونی، ایضا ص ٦٩
২০. بدایونی، ایضا ص ٣١
২১. Ishwari Prosad, A Short History of Muslim Rule in India, P. 289.
২২. Majumder, op. cit. P. 458.
২৩. কে. আলী, বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ৬৪-৬৫, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৭৬ ইংরেজী।
২৪. এ. কে. এম. আবদুল্লাহ্ আলিম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃ. ২৬১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩ ইংরেজী।
২৫. 'ইবাদতখানা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর ও আলোচনা, দ্রষ্টব্য ঃ তবকাত-ই-আকবরী, Elliot,৫ম খণ্ড, পৃ. ৯০-৯১।
২৬.. আবদুল আলিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
২৭. بدایونی، ایضا، جلد ٢، ص ٢٠٠، ٢٠٢

www.almodina.com

২৮. بدایونی، ایضا، ص ۳۱۱

২৯. بدایونی، ایضا، ص ۲۵۵

৩০. بدایونی، ایضا، ص ۲۵۹، ۲۷۸

৩১. بدایونی، ایضا، ص ۲۰۰، ۲۵۹ "گرفتار زندان تقلید"

৩২. بدایونی، ایضا، ص ۲۱۱، ۳۰۱، ۳۰۹، ۳۱٤، ۳۳٦، ۳٤۷

৩৩. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۲۱۲

৩৪. حضرت مجدد الف ثانی رح، مکتوبات امام ربانی، جلد ۱، مکتوب نمبر ۳۳، لکهنؤ، سنه ۱۸۷۷ ع
"علماء سؤلصوص دین اند، مطلب ایشان حب جاه وریاست ومنزلت نزد خلق است"

৩৫. مجدد الف ثانی رح، ایضا، جلد ۱، مکتوب ۵۳
"در قرن سابق اختلاف علماء عالم را در بلا انداخت"

৩৬. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۲۵۸

৩৭. شیخ عبد الحق محدث، اخبار، ص ۲٤۱-٤۲ دهلی، ۱۳۳۲هـ

৩৮. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۲۵۸، ۲۵۹

৩৯. مجدد الف ثانی رح، ایضا، جلد ۱، مکتوب ٤۷
"اکثر جهلانی صوفی نمامی این زمانه حکم علماء سؤ دارند، فساد این هارا متعدی است"

৪০. Tarachand, Dr. The influence of Islam on Indian Culture, p. 57.

৪১. اخوند در یوزه، ارشاد الطالبین، ص ۲۹۹، دهلی، ۱۸۸۸ ع

৪২. اخوند در یوزه، ایضا، ص ۱۷۰

৪৩. محمد اسلم، دین الهی اور اس کا پس منظر ص ۱۱٦، ندوة المصنفین لاهور، ۱۹٦۹ ع

৪৪. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۲۱۲، ۲۵۷، ۲٦۹

৪৫. بدایونی، ایضا، ص ۳۲٦

৪৬. ابو الفضل اءین اکبری، جلد ۱، ص ۳٤۹/۳، بدایونی، ایضا، ص ۳۷٦

৪৭. ابو الفضل، (دیباچه از مهابهارت) ص ۱۲، لکهنؤ، مطبع نو لکشور

৪৮. بدایونی ایضا، جلد ۲، ص ۲۹۸
"اگر گاؤ نزد خدا تعالی معظم بنودی، در اول قرآنی چرا آمد مذکور شدی؟"

৪৯. شیخ عبد الحق محدث، اشعة اللمعات، ص ۳٦، لکهنؤ، ۱۳۰۲ هـ

৫০. شاه ولی الله دهلوی، انفاس العارفین، ص ۱۰٤، دهلی، ۱۸۹۸ ع

৫১. ۱. ابو الفضل، آئین اکبری، جلد ۱، ص ۱۸٤، ۲. بدایونی ایضا ۳۲٦

৫২. ۱. کیول رام – ایضا، ص ۱۳۱، ۲. بدایوانی، ایضا، ص ۲٤۱

৫৩. بدایونی، ایضا، ص ۳۲۸

৫৪. ۱. محبت بن فیض اخبار محبت، ص ۸۹، برتش میوزیم لندن، اورننقل ۱۷۱٤، ۲. بدایونی، ایضا، ۳۳۸

৫৫. بدایونی، ایضا جلد ۲، ص ۲۷٤، ۳۵۹، ۳٦۳، ۳۹۱

www.almodina.com

৫৬. مجدد الف ثانی، ایضا، جلد، ۱، مکتوب ۱۹۵
"سرهند که اعظم بلاد اسلام است چند سال است که قاضی ندارد"
৫৭. مجدد الف ثانی، جلد ۱، مکتوب ۹۲
"که کفار هند بے تحاشی هدم مساجد می نمایند ودر آنجا تعمیر معابدهائے خود میسا زنده در تها نیسه لله درون حوض کروکهیت مسجدے بود ومعبره عزیزے، آں را هدم کر بجائے آں دبژه کلان راس ساخته است ونیز کفا بر ملا مر اسم کفر بجاے می آرانند ومسلمانان در اجرائے اکثر احکام اسلام عاجزند .
৫৮. مجدد الف ثانی رح ایضا
৫৯. مجدد الف ثانی رح، ایضا، جلد ۱ مکتوب ٦٥
"غریب اسلام تا بحدے رسیده است که کفار بر ملاطعن اسلام وذم مسلمانان می نمایند وبے تحاش اجرائے احکام کفر ومداحی اهل آں در کرچه وبازار می کنند ومسلمانان از احرائے احکام اسلام ممنوع اند ودر انیان شرائع مذموم ومطعون واحسرتا واندامتا واویلا!
৬০. আকবরের শাসনামলে
৬১. মুসলিম বাদশাহ শাসিত হিন্দুস্তানে
৬২. مجدد الف ثانی رح - ایضا جلد ۱، مکتوب ٤٧
"رد قرن سابق کفار بر ملا بطریق استیلاء اجراء احکام کفر در دار اسلام میکر دند ومسلمانان از اظفار اسلام عاجز بودند، اگر میگر دند، بقتل می رسیدند، واویلا وامصیبا واجسرتا"
৬৩. مجدد الف ثانی رح، ایضا، مکتوب ۸۱
"ذبح بقر در هندوستاں از اعظم شعار اسلام است، کفار بجزیه دادن شاید راضی شوند، ما بذبح بقره هرگز راضی نخواهند شد"
৬৪. Sree Istawa, Dr. A. L., Akbar the Great, Vol. I. P. 262.
৬৫. Ishwari Prasad, op. cit. P. 292.
৬৬. (i) Ishwari Prasad, op. cit, P. 293, (ii) Sree Istawa, op. cit. P. 248.
৬৭. ابو الفضل ، مهابهارت دیباچه، ص ۲۵
৬৮. بدایونی ایضا جلد ۲، ص ٢٦١
৬৯. ابو الفضل - آئین اکبری جلد ۱، ص ٤٧
৭০. ابو الفضل ایضا ص ۳۰۲
৭১. بدایونی ایضا جلد ۲، ص ۲٦۱، ۳٤۱
৭২. ابو الفضل، ائین اکبری، جلد ۱، ص ۳۵۰
৭৩. Sree Istawa, op. cit. P. 250.
৭৪. Ishwari Prasad, op. cit, P. 301
৭৫. Edward Mekligong, The Jesuits and the Great Mughal, PP. 25-26
৭৬. (i) Edward Mekligong, op. cit, P. 48, (ii) Ishwari Prasad, op. cit, P. 303
৭৭. محمد طفیل ، نقوش لاهور نمبر ص ٦٨٣، لاهور، ۱۹٦۲ ع

www.almodina.com

৭৮. Dojerok, Akbar and the Jesuits. Pp. 11-23
৭৯. بدایونی، ایضا، جلد ۲ صفحه ۳٦٠
৮০. بدایونی، ایضا، ص ۲۷۳
৮১. بدایونی، ایضا، ص ۲٦۳، ۳۱٤
৮২. Smith, Akbar the Great Mughal, P. 155
৮৩. بدایوانی، ایضا، ص ۲٦۲
৮৪. خواجه عبید الله، مبلغ الرجال، ص ۳۲ (الف)
৮৫. اسکندر منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، جلد ۲، ص ۳۲٥
৮৬. ایضا، ص ۳۲٥
৮৭. بدایونی، ایضا، جلد ۲ ص ۲۰٥، ۳۷۹
৮৮. اسکندر منشی، ایضا، جلد ۲ ص ۳۲٥
৮৯. خواجه عبید الله، ایضا، ص ۲٥ (ب)
৯০. ایضا،
৯১. ایضا،
৯২. ایضا،
৯৩. محسن فانی، دابستان مذاهب، ص ۳۰۱
৯৪. ایضا، ص ۳۰۲
৯৫. بدایونی ایضا، جلد ۲، ص ۳۰۷
৯৬. بدایونی، ایضا، ص ۳۰٦
৯৭. بدایونی، ایضا، ص ۳۰۸
৯৮. Dr. Ishwari Prosad, A Short History of Muslim Rule in India, 418
৯৯. Smith, op. cit., P. 348
১০০. بدایونی، ایضا، ص ۲۷۳
১০১. ابو الفضل، ایضا، ص ٥
১০২. ابو الفضل، اکبر نامه، جلد ۲، ص ۳۱٤
১০৩. ایضا، جلد ۳، ص ۳٥۸
১০৪. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۳۱٥
১০৫. ایضا ص ۳۲۲
১০৬. خواجه عبید الله ، ایضا ، ص ۲٥
১০৭. رفیع الدین شیرازی، تزکرة الملوك : ص ۲۳۱
১০৮. شیخ احمد، مکتوبات امام ربانی، جلد ۲ مکتوب ۹۲
১০৯. ابو الفضل، رقعات ابو الفضل، جلد ۱، ص ٦۲
১১০. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ٦۳۹
১১১. بدایونی، ایضا، ص ۳۰۷
১১২. ایضا، ص ۲۱۱
১১৩. جهانگیر، ماثر الامراء، جلد ۲، ص ۲۱۷
১১৪. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۳۱٦
১১৫. ایضا ، ص ۳۰۸، ۳۱۸

www.almodina.com

১১৬. خواجه عبید الله، ایضا، ص ۲۵، بدایونی، ایضا، ص ۲۰۰
১১৭. بدایونی، ایضا، ص ۲۰۵
১১৮. ابو الفضل، ائین اکبری جلد ۲، ص ۲۰۲
১১৯. بدایونی، ایضا، ص ۲۰۱
১২০. محبت ابن فیض، ایضا ص ۸۹
১২১. بدایونی، ایضا، ص ۲۲۸
১২২. ایضا، ص ۲۰٦
১২৩. ایضا، ص ۲۰۲
১২৪. ابو الفضل، ائین اکبری جلد ۲، ص ۲۰٦
১২৫. ایضا ، جلد ۱، ص ۱۹۲
১২৬. بدایونی، ایضا، جلد ۲ ص ۲۹۱
১২৭. ابو الفضل، ائین اکبری جلد ۱، ص ۲٤۹
১২৮. محبت ابن فیض ، ایضا، ص ۸۹
১২৯. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۲۷٦
১৩০. ابو الفضل، ائین اکبری جلد ۲، ص ۲۰۲
১৩১. بدایونی، ایضا، جلد ۲، ص ۲۹۱
১৩২. ایضا، ص ۲٥٦، ۲٥۷
১৩৩. ایضا، ص ۲۱٤
১৩৪. شیخ احمد، ایضا جلد ۱، مکتوب نمبر ٤٦
১৩৫. ایضا، مکتوب نمبر ۸۱
১৩৬. Sir Wolesly Haig, Cambridge, History of India, Vol. IV. P. 126
১৩৭. Smith, op. cit., P. 185.
১৩৮. Dr. Ishwari Prosad, op. cit. P. 382.
১৩৯. سید محمد میان، علماء هندکا شاندار ماضی، ص ۱۲۱
১৪০. جهانگیر، تزوك جهانگیر، ص ۱٥۱
১৪১. تاریخ فرشته، جلد ۳
১৪২. حضرات القدس، ص ۱۱۷
১৪৩. شیخ احمد، ایضا جلد ۱، مکتوب نمبر ۱۹۸
১৪৪. ایضا، جلد ۲، مکتوب نمبر ٦
১৪৫. شاه ولی الله، شرح رساله
১৪৬. ایضا
১৪৭. ابو الکلام ازاد، تذکره
১৪৮. خواجه باقی بالله، مکتوبات خواجه باقی بالله رح
১৪৯. سید محمد میان ایضا
১৫০. مولانا منظور نعمانی، تذکره مجدد الف ثانی رح ص ۱٤۳
১৫১. ولانا سید ابو الحسن علی ندوی، تاریخ دعوت وعریمت، جلد ٤ ص ۸۷
১৫২. شیخ احمد، ایضا جلد ۱، مکتوب نمبر ٤۷

১৫৩. ایضا، جلد ١ مكتوب نمبر ٦٥

১৫৪. ایضا مکتوب نمبر ٨١

১৫৫. ایضا مکتوب نمبر ١٨٥

১৫৬. ایضا، جلد ٢ مکتوب نمبر ٦٧

১৫৭. ایضا جلد ١ مکتوب نمبر ٦٧

১৫৮. ایضا مکتوب نمبر٧٦

১৫৯. ایضا جلد ٣ مکتوب نمبر ٥٤

১৬০. ایضا جلد ١ مکتوب نمبر ٤٧

১৬১. ایضا مکتوب نمبر ٤٨

১৬২. ایضا مکتوب نمبر٥١

১৬৩. ایضا مکتوب نمبر١٩٢

১৬৪. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ایضا جلد ٤ ص ٣١٣

১৬৫. شیخ احمد، ایضا جلد ١، مکتوب نمبر ٥٣

১৬৬. ایضا، مکتوب نمبر ٩٤

১৬৭. ایضا، مکتوب نمبر ١٩٣

১৬৮. ایضا، مکتوبْ نمبر٢٨٦

১৬৯. ایضا، مکتوب نمبر ٨٦

১৭০. ایضا، جلد ٢، مکتوب نمبر ٢٦١

১৭১. ایضا، جلد ٢، مکتوب نمبر ١

১৭২. ایضا، جلد ٢، مکتوب نمبر ٢٧٢

১৭৩. ایضا، جلد ٢، مکتوب نمبر ٤٤

১৭৪. ایضا، مکتوب نمبر ٩٥

১৭৫. ایضا، جلد ١، مکتوب نمبر ٣١

১৭৬. ایضا، مکتوب نمبر ٢٧٦

১৭৭. ایضا، مکتوب نمبر ٣٩

১৭৮. ایضا، جلد ٢، مکتوب نمبر ٨٧

১৭৯. ایضا، جلد ١، مکتوب نمبر ٢٢١

১৮০. ایضا، جلد ٢، مکتوب نمبر ٣١

ইফাবা ২০০৩-২০০৪-প্র/৫৮৪৬ (উ)-৩২৫০

www.almodina.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত
ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ বিষয়ক কয়েকটি বই

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা	মূল্য
১.	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	সম্পাদনা পরিষদ	৭৪৮	৩০০.০০
২.	দীনিয়াত	সম্পাদনা পরিষদ	৪৫২	৯৭.০০
৩.	স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	৪৭২	১৩০.০০
৪.	আর রূহ (আত্মার রহস্য)	আল্লামা ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ	৫৬৮	১১৫.০০
৫.	ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ	ড. মুস্তাফা হুসনী আস সুবায়ী	৪৮০	২১০.০০
৬.	স্রষ্টা ও ইসলাম	লেখকমণ্ডলী	১৯২	৪০.০০
৭.	ইসলামের সহজ ব্যাখ্যা	ল্যারা ভেসিয়া ভ্যাগ লিয়েরী	৭৮	২৫.০০
৮.	পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম	মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী	২১৭	৫০.০০
৯.	জীবন সৌন্দর্য	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	২৮০	৮৪.০০
১০.	ইসলাম ও মানবাধিকার	লেখকমণ্ডলী	২০০	৪৭.০০
১১.	ইসলামের আহবান	খুরশিদ আহমদ	২৭৭	৭০.০০
১২.	কিতাবুল কাবায়ের (কবিরা গুনাহ)	ইমাম হাফিজ শামসুদ্দিন যাহাবী	৩১২	৭৫.০০
১৩.	সৌভাগ্যের পরশমণি (১ম খণ্ড)	ইমাম গায্যালী (র)	২৮৩	৬৫.০০
১৪.	সৌভাগ্যের পরশমণি (২য় খণ্ড)	ইমাম গায্যালী (র)	২৭৬	৬৬.০০
১৫.	সৌভাগ্যের পরশমণি (৩য় খণ্ড)	ইমাম গায্যালী (র)	৩২০	৭৬.০০
১৬.	সৌভাগ্যের পরশমণি (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম গায্যালী (র)	৪২৪	৮২.০০
১৭.	আশরাফুল জওয়াব (১ম খণ্ড)	মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)	৩১০	৬০.০০
১৮.	আশরাফুল জওয়াব (২য় খণ্ড)	মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)	৪৪০	১৩০.০০
১৯.	নামায	মাওলানা আবদুল খালেক	৪১৮	৮৪.০০
২০.	সত্য-সন্ধানে	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৪১৬	৬০.০০
২১.	ইসলাম পরিচয়	ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ	২৬৪	৫৮.০০
২২.	আকায়েদুল ইসলাম (ইসলামে আকীদা)	মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী	১০২	৫০.০০
২৩.	ইসলাম ও মানবতাবাদ	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	১৬৮	৪৮.০০
২৪.	মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম গায্যালী (র)	৩৭২	৯০.০০
২৫.	নারী ও সমাজ	মোঃ আবদুল খালেক	৪১৪	৮০.০০
২৬.	Search for Peace	Badiuzzaman Barlaskar	৯৬	৪০.০০

www.almodina.com